এইরূপে ধনপতির দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ হইল। তিনি নব প্রণয়িনীকে লইয়া গৃহে আসিলেন। রম্ভাবতী কন্যার কল্যাণার্থ নানা প্রকার বশীকরণের আয়োজন করিলেন। তাঁহার পক্ষে সেটা তত প্রয়োজনীয় ছিল না, কিন্তু লহনা তাহার নিজের সপক্ষে ষোলআনা অনুষ্ঠান করিতে ছাড়ে নাই। ধনপতি তাহা বুঝিতে পারিয়া তাহাকে নিতান্ত অসার ও অল্পমতি স্থির করিলেন।

বিবাহের পর রাজবণিক্ ধনপতি রাজা বিক্রমকেশরীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিলেন; অবশ্য, রাজার জন্য নানাপ্রকার উপঢৌকন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। এই সময়ে খগান্তক ও মৃগান্তক নামে দুই সহোদর ব্যাধ, শারীশুক—দুইটী পক্ষী ধৃত করে এবং তাহাদের মনুষ্যের ন্যায় বাক্স্ফূর্ত্তি দর্শনে এবং নানা প্রকার শাস্ত্রিক কথাবার্ত্তা শ্রবণে সেই দুইটী পক্ষী রাজা বিক্রমকেশরীকে উপহার দেয়। শারী শুক পৃথক্ জাতীয় পক্ষী নহে—শারী স্ত্রী এবং শুক পুরুষ। তাহারা রাজসভায় নীত হইলে রাজা তাহাদের মনুষ্যের ন্যায় কথাবার্ত্তা শুনিয়া এবং নানাপ্রকার শাস্ত্রিক জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া তাহাদিগের অবস্থিতির জন্য সুবর্ণপিঞ্জর উপযুক্ত জ্ঞান করিলেন—আর সামান্য পক্ষীর ন্যায় তাহাদিগকে ব্যবহার করা সুসঙ্গত নহে, তাহাও স্থির করিলেন। সুবর্ণপিঞ্জর প্রস্তুত করিবার কারীকর যথাতথা মিলে না—গৌড় নগর তাহার উপযুক্ত স্থান। তৎকালে গৌড় শিক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ ছিল; গৌড়ের শিক্ষা জগতের সর্ব্বত্র সকল জাতীয়ের মধ্যে সমাদৃত হইত; এজন্য রাজা বিক্রমকেশরী সুবর্ণপিঞ্জর গঠনার্থ রাজসদনে ধনপতিকে আহ্বান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এমন সময় ধনপতি স্বয়ং রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে অবিলম্বে গৌড়যাত্রার জন্য অনুরোধ করিলেন। ধনপতি প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন, কিন্তু রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাঁহাকে সম্মত হইতে হইল। তখন তিনি রাজার নিকট বিদায় লইয়া বাড়ী আসিলেন। লহনাকে অনুরোধ করিলেন—খুল্লনাকে ভগ্নীরই ন্যায় বিশেষ আদর ও যত্নসহকারে রক্ষা করেন। লহনা স্বীকৃত হইল। নবপরিণীতা নবযৌবনা খুল্লনাকে সপত্নীর নিকট রাখিয়া উদ্বিগ্নমনে ধনপতি গৌড় যাত্রা করিলেন। বিশেষ কর্ত্তব্যপরায়ণতা জ্ঞান না থাকিলে ধনপতির পক্ষে এ অবস্থায় গৌড়যাত্রা নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু সেকালের বাঙ্গালী একালের বাঙ্গালীর ন্যায় ছিল না—স্বাধীন জাতির জাতিগত চরিত্র-বল যেমন থাকা উচিত, সেকালের স্বাধীন বাঙ্গালীর তাহাই ছিল; তাই ধনপতি কর্ত্তব্যানুরোধে নব প্রেমের আবর্ত্তে গা ঢালিয়া দেওয়া কাপুরুষোচিত মনে করিলেন; এবং কোনও ওজর আপত্তি না করিয়া প্রভুর আজ্ঞা পালনার্থ অবিলম্বে গৌড় যাত্রা করিলেন।

ধনপতির পরিজন মধ্যে দুই পত্নী ও এক প্রাচীনা দাসী দুর্ব্বলা। লহনা স্বামীর

আজ্ঞানুসারে খুল্লনাকে আপন অনুজার ন্যায় স্নেহ যত্ন করিতেন, সকাল সকাল খাওয়াইতেন, আপনি সকাল সকাল শয্যা রচনা করিয়া দিয়া তাহাতে শয়ন করাইতেন, সাপত্ন্যভাব বিস্মৃত হইয়া লহনা খুল্লনাকে লইয়া সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বলার প্রাণে তাহা সহ্য হইল না। দুর্ব্বলা ভাবিল দুই সপত্নীর মিল থাকিলে দুই জনের হুকুম তামিল করিতে করিতে কষ্টের সীমা থাকিবে না, কোনও প্রকারে প্রভু-পত্নীদ্বয়ের মনোমালিন্য জন্মাইতে না পারিলে তাহার মঙ্গল নাই। এই ভাবিয়া দুর্ব্বলা তাহার উপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইল। লহনা প্রবীণা, খুল্লনা নবীনা—লহনা পুরাতন, খুল্লনা নূতন—দুর্ব্বলার পক্ষে লহনার পক্ষাবলম্বনই স্বাভাবিক। লহনাও স্বভাবতঃ দুর্ব্বলার পক্ষপাতিনী। দুর্ব্বলা লহনাকে বলিল—"ঠাকুরাণি, আপনার হিতাহিত কিছুই বুঝিতেছ না—দুগ্ধ দিয়া কালসর্প সতিনী পালন করিতেছ, দুদিন পরে উহার বিষে তোমাকে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতে হইবে। খুল্লনা যুবতী, তুমি প্রৌঢ়া—খুল্লনা বসন্তের সৌন্দর্য্য-সম্ভার, আর তুমি প্রাবৃটের মেঘাড়ম্বর—তোমাতে আর তাহাতে অনেক প্রভেদ। খুল্লনা সদাগরের হৃদয়াধিকারিণী হইবে, আর তুমি তাঁহার ঘোর অপ্রীতির পাত্রী হইবে; অহিনকুলে যে সম্বন্ধ আর দিন কয়েক পরে তোমায় ও খুল্লনায় সেই সম্বন্ধ দাঁড়াইবে; অতএব সময় থাকিতে সাবধান হও; খুল্লনা যাহাতে স্বামীর অপ্রিয়া হয়, তাহার পথ দেখ; ফুটিতে না ফুটিতে যাহাতে তাহার যৌবনকোরক কীটে কাটিয়া নষ্ট করে, তাহার ব্যবস্থা কর; নতুবা পরিণামে তোমার যে কি দুর্গতি হইবে বলিতে পারি না।" হীনবুদ্ধি লহনা তাহা কাণ পূরিয়া শুনিল—আপনার পরিণাম চিন্তা করিল না, খুল্লনার অহিত চিন্তায় প্রাণ মন সমর্পণ করিল—দুর্ব্বলাকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিল, তাহার হাতে আপনার শির সমর্পণ করিল। লহনার উপর এখন দুর্ব্বলার পূর্ণাধিপত্য—লহনা এখন দুর্ব্বলার কেনা বেচার মধ্যে হইয়া পড়িল। শুধু সেকালের দুর্ব্বলা কেন, একালেও অনেক দুর্ব্বলার ন্যায় দাসী লহনার মত প্রভুপত্নীকে লইয়া পুতুলের ন্যায় খেলা করিতেছে—সোণার সংসার মাটি করিতেছে—সুখশান্তির আশ্রমে অশান্তির আগুণ জ্বালিয়া দিতেছে—বধূগণকে নাচাইয়া ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইতেছে—বধূকে দিয়া শ্বশুর শাশুড়ী নিগ্রহ করিতেছে!! আমাদের অনেক গৃহলক্ষ্মীই তাহা না বুঝিয়া আত্মীয় স্বজনের অপ্রিয় হইতেছেন, সংসারের শ্রী সৌভাগ্য নষ্ট করিতেছেন—"ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" কথার সার্থকতা সম্পাদন করিতেছেন। সত্য বটে সেকালে যে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন ছিল না এমন নহে। কিন্তু সেকালের শিক্ষিতা স্ত্রীলোকেও যখন এরূপ ভ্রান্ত বুদ্ধির অনুগামিনী ছিলেন, তখন আজি কালিকার

কালেই বা না হইবে কেন? কিন্তু আমরা আধুনিক সভ্যতায় অনেকটা গৌরব করিয়া থাকি, তাই তাহার এরূপ কদর্য্য পরিচয় আধুনিক শিক্ষিতাগণের নিকট আশা করিতে পারি না। যে গৃহে গৃহিণীর গুণপনার অভাব, সেই গৃহেই এরূপ অশান্তির আধিপত্য দেখি। ফলতঃ অশিক্ষিতা দাসী বড় বড় গৃহস্বামিনীগণকে যে অঙ্গুলীর ইঙ্গিতে পরিচালনা করে, তাহা অপেক্ষা লজ্জা ও নিন্দার বিষয় কি আছে?

লহনা দুর্ব্বলার হাতে ধরিয়া অঘটন-ঘটন-পটীয়সী সখী লীলা ঠাকুরাণীর নিকট ভেট দিয়া তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন। দুর্ব্বলা তাঁহার পরামর্শ লইয়া প্রফুল্লমনে বাটীতে আসিয়া ধনপতির এক জাল পত্র প্রস্তুত করিল। ধনপতি যেন তাহাতে লহনাকে লিখিতেছেন যে "এখানে পিঞ্জরের স্বর্ণ ফুরাইয়াছে, আরও কিছু স্বর্ণের প্রয়োজন—খুল্লনার যে সকল স্বর্ণাভরণ আছে, তাহা তাহার নিকট হইতে লইয়া পাঠাইয়া দিবে। খুল্লনাকে ছাগ-রক্ষায় নিযুক্ত করিবে, সে নিত্য যেন উদর পুরিয়া ভোজন করিতে না পায়, তাহাকে ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড পরিতে দিবে, ঢেঁকিশালায় শয়ন করাইবে, রোগ হইলে পথ্যৌষধ দিবে না, তাহার মস্তকের কেশ মুণ্ডন করিয়া দিবে, পান সুপারি খাইতে দিবে না—ব্যঞ্জনে ঘৃত লবণ দিবে না, সে কুঙ্কুম কস্তূরী চুয়া চন্দনাদি কোনও বিলাস দ্রব্য ব্যবহার করিতে না পায়, যে কোনও প্রকারে হউক তাহার যৌবনের শ্রীসৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়া দিবে।"

লহনা খুল্লনাকে সেই পত্র দেখাইল। অল্প দিনেই খুল্লনা স্বামীর হস্তলিখন চিনিয়াছিলেন, তিনি বলিলেন—"সে পত্র তাঁহার স্বামীর স্বহস্ত-লিখিত নহে।" লহনা বলিল—তাঁহার নিকট কত ভৃত্য আছে, তাঁহার আদেশানুসারে তাহাদেরই কেহ লিখিয়া থাকিতে পারে। ক্রমে দুই সতীনে যথোচিত তিরস্কার, লাঞ্ছনা, হাতাহাতি, মারামারি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। চতুরা দুর্ব্বলা দেখিল দুই পক্ষে সমভাব দাঁড়াইলে তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয় না। খুল্লনা বয়োবৃদ্ধা বলশালিনী সপত্নীদ্বারা প্রহৃত হইয়া যখন আর্ত্তস্বরে ক্রন্দন করিতেছিলেন, তখন দুর্ব্বলা তাঁহাকে অনেক বুঝাইল—তাঁহাকে রামায়ণের রামের আজ্ঞায় সীতার বনবাস গমনের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিল—"তুমি দুই তিন দিন ছাগ-চারণে গতায়ত কর, আমি তোমার পিতা মাতার নিকট গিয়া সকল কথা বলিয়া যাহাতে তাঁহারা তোমাকে শীঘ্র বাটী লইয়া যান, তাহার সুব্যবস্থা করিব।"

(ক্রমশঃ)

মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু উপলক্ষে।

নিমজ্জিয়া মাতৃভূমি শোকের তিমিরে
কোন্ মহারাজ্যে দেব করিলে প্রয়াণ?
কাঁদিতেছে সারা বঙ্গ তিতি আঁখিনীরে
তব গুণগ্রাম এবে করিয়া স্মরণ।

সাধিবারে স্বদেশের অশেষ কল্যাণ
চিরদিন করিয়াছ জীবন অর্পণ।
নৈতিক জীবন তব মহা গরীয়ান্,
জনম-ভূমির তুমি সুকৃতী সন্তান।
যাও এবে মহাপ্রাণ! সে অক্ষয় ধামে,
সুবর্ণের সিংহাসন বিরাজে তথায়,
সংসারের দুঃখজ্বালা পশিবে না কানে,
আনন্দে অমরবৃন্দে বরিবে তোমায়।
প্রফুল্ল অন্তরে সদা ভারত-সন্তান
তোমার কীর্ত্তির গাথা করিবেক গান।

ভুবনমোহন মিত্র।

স্বর্গীয় আনন্দমোহন সম্বন্ধে কয়েকটি ইতিকথা।

আড়ম্বর বা অহঙ্কারের ভাব তাঁহার মধ্যে দেখা যাইত না। ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি হইয়া—শিক্ষা এবং রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া—পদমর্য্যাদা এবং ধনের অধিকারী হইয়াও তিনি এমন সরলভাবে সংসারে বিচরণ করিতেন যে, অনেকেই বিস্মিত হইতেন। একটা সহজ, সুন্দর সরলতা ও অমায়িকতার ভাব তাঁহার বদনমণ্ডলে সর্ব্বদাই সুব্যক্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। এখানে একটী ঘটনার উল্লেখ করা গেল। সে আজ নয় দশ বৎসরের কথা। এক দিন বিকালে ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয়ের স্ত্রী (স্বর্গীয়া প্রসন্নময়ী দেবী) পাকশালায় রন্ধন করিতে করিতে আমার সহিত কথা কহিতেছিলেন—এমন সময় বাহিরে কে একজন শাস্ত্রীমহাশয়কে ডাকিলেন। বাহিরে গিয়া দেখিলাম তিনি আনন্দমোহন বসু। শাস্ত্রী মহাশয় বাড়ী ছিলেন না। কিন্তু আমাকে লইয়া তিনি একেবারে পাকশালায় উপস্থিত হইলেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের স্ত্রী তখন চেয়ার আনিবার নিমিত্ত ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন। স্বর্গীয় বসু মহাশয় বলিলেন "আহা, আপনি এত ব্যস্ত হইবেন না" এই বলিয়া রন্ধনগৃহের সম্মুখস্থ কালিমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র জলচৌকির উপর বসিয়া পড়িলেন। তারপর যাহা করিলেন, তাহাতে আরও বিস্মিত হইয়া গেলাম। পারিবারিক কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া কি রন্ধন হইতেছিল তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহকর্ত্রী তরকারীর নাম বলিলেন। তারপর আনন্দমোহন বাবু বলিলেন "অনেকদিন আপনার রন্ধন খাই নাই, কি রাঁধিয়াছেন, আমাকে একটু দিন।" গৃহকর্ত্রী ইতস্ততঃ করিতেছিলেন—তাঁহার আগ্রহাতিশয়ে পরিশেষে তাঁহার অনুরোধ রক্ষা করিলেন। এই ঘটনায় তাঁহার সরলতার ছবি যেমন সুন্দররূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—বন্ধু ও বন্ধুপত্নীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসার

ছবি তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত কোমল ও প্রেম-প্রবণ ছিল। এক দিকে যেমন তাঁহার হৃদয় কিছুতেই বিচলিত হইত না, সহস্র বিপদ মাথায় তুলিয়া লইয়া, শত চিন্তার ভার বহিয়াও অবসন্ন হইত না—অন্য দিকে তাঁহার হৃদয় এমনি সুকোমল ও মধুর ছিল যে, সামান্য আঘাতেই উচ্ছ্বসিত ও প্লাবিত হইয়া যাইত। এরূপ ঘটনা তাঁহার জীবনে অনেকে দেখিয়াছেন। একদা তাঁহার প্রিয় ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়ের ছাত্রীনিবাসের জনৈক ছাত্রী সাংঘাতিক রোগাক্রান্তা হয়। তিনি সেই বালিকাকে দেখিবার জন্য যখন উপস্থিত হইলেন, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই বালিকার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গিয়াছিল। মৃতার কক্ষদ্বারে দাঁড়াইয়া তিনি বালকের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা এখনও সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাঁহার হৃদয়ের কোমলতার পরিচয় দিয়া থাকেন। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা প্রভৃতির নিমিত্ত দিবানিশি সংগ্রাম করিয়াও যে মানুষের লোক-প্রেম এমন অটুট থাকে—যাঁহার হৃদয় পরের দুঃখে কাঁদিয়া উঠে—পরের জন্য অকপটে অশ্রুজল বিসর্জ্জন করে—সে মানুষ সংসারের সাধারণ মানুষের অপেক্ষা অনেক উচ্চতর স্তরে অবস্থিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

তিনি বাহ্যিক গুণ অপেক্ষা যোগ্যতার আদর করার অধিক পক্ষপাতী ছিলেন। ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষার নিমিত্ত ব্রাহ্মসমাজের অধীনে কয়েকটী বৃত্তি আছে। ম্যাঞ্চেষ্টার বৃত্তি তাহাদের মধ্যে একটী। উক্ত বৃত্তির নিয়মানুসারে একজন গ্রাজুয়েট নির্ব্বাচিত হওয়া প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় যখন উক্ত বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, তখন স্বর্গীয় বসু মহাশয় তাঁহার সপক্ষতা করিয়াছিলেন। তদনন্তর যখন বিদ্যাসাগর-জীবনীকার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত বৃত্তির জন্য আবেদন করেন, তখন বৃত্তি-কমিটির মধ্যে কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিলেন। চণ্ডী বাবুর যোগ্যতা সম্বন্ধে যখন প্রশ্ন উঠিয়াছিল, তখন বসু মহাশয়ের উক্তি আপত্তিকারীগণকে নীরব করিয়াছিল। এইরূপে বহু ঘটনার মধ্যে দেখা যায় যে, তিনি যোগ্যতার সমাদর করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না; আর যাহার কোনও বিষয়ে কিছু অযোগ্যতা থাকিত, তাঁহার উৎসাহে সে ব্যক্তি যোগ্যতা লাভ করিত।

তাঁহার হৃদয়ের এই সকল অমূল্য সদ্‌গুণের সহিত প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেশে একটা কথা আছে —"বিদ্যা ধর্ম্মেণ শোভতে।" যথার্থই তাঁহার ধর্ম্মভাব বিদ্যার সার্থকতা সম্পাদন করিত। উচ্চ শিক্ষিত—বিশেষতঃ বিলাত-প্রত্যাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে এরূপ ধর্ম্মানুরাগ অতি

অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পায়ে বাত হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতায় মাঘোৎসবের সময় ১১ই মাঘ দারুণ শীতের মধ্যে রজনী প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই তিনি ব্রহ্ম-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুক্ষণ এক স্থানে থাকিতে হইবে, এই নিমিত্ত তাঁহার আত্মীয়েরা তাঁহার পদদ্বয় রাখিবার উপ যোগী একটী বেঁতের মোড়া (বা টুল তাহা ঠিক স্মরণ নাই) আনিয়াছিলেন। কিয়ৎ-ক্ষণ অতিবাহিত হইলে তিনি দেখিলেন এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি তাঁহার নিকটেই একটী বেঞ্চে বসিয়া-ছিলাম। তিনি উত্থানশক্তিরহিত—সুতরাং আমাকে ইঙ্গিতে সেই ব্যক্তিকে ডাকিতে বলিলেন। সে ব্যক্তি অনেকের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া সেথানে উপস্থিত হইলে, বেঁতের মোড়াখানিতে তাঁহাকে বসিতে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল বুঝি কাজটা অন্যায় হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "আমাকে ক্ষমা করিবেন—আমি উহাতে পা রাখিয়া-ছিলাম!" সে ব্যক্তি করযোড়ে ধন্যবাদ দিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। এইরূপ সরল স্বার্থত্যাগ ও বিনয়ের দৃষ্টান্ত তাঁহার জীবনকে সৌরভময় করিয়া রাখিয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তিনি শেষবার ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। সেই দিন আমরা হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছিলাম। তাঁহার শকটের অগ্রে পশ্চাতে যে জনস্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কৃষ্ণদাস পালের প্রতিমূর্ত্তির নিকট শকটোপরি দণ্ডায়মান হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আজও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। সেই সন্ধ্যার কোলাহল মুখর মহানগরীর কেন্দ্র-স্থানে দাঁড়াইয়া ভারতের সুদিন সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎবাণী করিয়াছিলেন, তাহা যে কালে সফল হইবে, আমরা তাহার পূর্ব্বাভাস দেখিতে পাইতেছি। আজ তাঁহার স্বর্গারোহণে ভারত কাঁদিতেছে—বঙ্গদেশ কাঁদিতেছে—ময়মনসিংহ অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—আর বসু পরিবার অকূল শোক-পাথারে নিমগ্ন—সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের ভিত্তি যেন শিথিল হইয়া গেল। যদি স্থির হইয়া চিন্তা করি, তবে মনে হয় যাহা রহিল তাহা তুলনাস্থল নহে। পূর্ব্বে বলিয়াছি ভারতের দুর্দ্দিন আসিয়াছে;—সত্যই আমাদের আজ বড় দুর্দ্দিন। আজ এই শোকের দিনে আমরা মৌন হইয়া স্বর্গীয় মহাত্মাদের কথা স্মরণ করি—শোকের কাল দাগ উজ্জ্বল রাখিয়া নীরবে সাধনার পথে অগ্রসর হই—যেন রত্নপ্রসবিনী ভারত-ভূমিতে আরও রত্নের আবির্ভাব হয়। আমাদের মিলিত শোক নব সংকল্প আনয়ন করুক এবং আমাদের মিলিত হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি হোম-শিখার ন্যায় স্বর্গীয় মহাত্মাদিগের উদ্দেশে উত্থিত হউক।

শ্রীইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় মহাত্মা আনন্দমোহন বসুর মৃত্যু উপলক্ষে।

ভারত!
হইলে অমূল্য-রত্ন-হারা!
ফুটেছিল—কি উজ্জ্বল তারা
বিশাল ভারতাকাশে হায়!
আলো করি প্রদীপ্ত প্রভায়
বঙ্গভূমি,—নিবে গেল আজ;
অকস্মাৎ যেন শত বাজ—
বাজিল মায়ের বুকে,—হায়!
বাণবিদ্ধ বিহঙ্গিনী-প্রায়
ছট্‌ফট্‌ করিতেছে প্রাণ;
বুকে নাই বুকের সন্তান।
(বুঝি) উর্দ্ধ হতে এসেছে আদেশ,
(তাই) নিরানন্দ করি বঙ্গদেশ
চলে গেলা আনন্দমোহন;
মহাব্রত করি উদ্‌যাপন।
মাতৃপূজা মাতৃভক্ত বিনে
কে করিবে এ ঘোর দুর্দ্দিনে?
সেবক-দলের শিরোমণি,
কার্য্যক্ষেত্রে সবার অগ্রণী,
কর্ম্মবীর, ধীর, শান্তমতি,
কি পবিত্র চরিত্রের জ্যোতিঃ!
প্রতিভার প্রদীপ্ত প্রভায়
চমকিত করিয়ে সবায়,
মাতায়ে তুলিলে বঙ্গদেশ;
ভুলি ভেদাভেদ হিংসা দ্বেষ,
এক প্রাণ হিন্দু মুসলমান,
সাধিতেছে দেশের কল্যাণ।
মৃতপ্রায় জাতীয় জীবন
জাগাইলে করিয়ে সিঞ্চন
মৃতসঞ্জীবন সুধা-রস,
শুষ্ক প্রাণ হইল সরস।
দীক্ষামন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে সবে
মাতাইলা জাতীয় উৎসবে।
যাও দেব! যাও দিব্যধামে,
সুখে থাক অনন্ত আরামে।
যথা নাহি জরা মৃত্যু শোক,
পুণ্যালোকে দীপ্ত পুণ্যলোক।

যাওঃ—
পুণ্যের মুকুট পরি শিরে
ডুবে থাক সুধাসিন্ধু-নীরে।

যথাঃ—
যোগী ঋষি পেতে যোগাসন
যোগধ্যানে আছেন মগন,
যাও সেথা আনন্দমোহন!
পুষ্প-রথে করি আরোহণ।
যাও সেথা কাটি মোহ-পাশ,
কর সুখে চির স্বর্গবাস।
মহাতীর্থ—শান্তি-নিকেতনে
শান্তিসুধা-রস আস্বাদনে
তৃপ্ত কর দেহ প্রাণ মন,
ভুঞ্জ সুখে অনন্ত জীবন॥

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস

শোক-সংগীত।

(বিভাস)

অঞ্চলের নিধি, কেড়ে নিল বিধি
অকূলে ভাসায়ে অভাগিনী মায় ;
নয়নের মণি হারায়ে জননী
পুত্রশোকে আজ পাগলিনীপ্রায়।
যে ভারত ছিল রত্ন-প্রসবিনী,
রত্নগর্ভা বলি পূজিত অবনী,
সে ভারত আজ পথ-ভিখারিণী,
জননীর দুঃখ কে ঘুচাবে হায়!
ভেবেছিনু হবে ভারত-উদ্ধার,
ঘুচিবে মায়ের দুঃখের আঁধার,
সোনার ভারত হাসিবে আবার,
সোনার মুকুট পরিয়ে মাথায় ;
সে আশা মায়ের হবে কি সফল ?
একে একে রত্ন গেল যে সকল!
কে মুছাবে মা'র নয়নের জল,
মা বলিয়ে আজ কে সুধাবে তাঁয় ?
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান প্রতিভার বলে,
লভি শীর্ষস্থান মাতৃভক্তদলে,
জীবন আহুতি দিলা যজ্ঞানলে,
স্বার্থ বলি দিলা মায়ের সেবায়।
স্বদেশের তরে আত্ম-বিসর্জ্জন
দিলে অকাতরে বীরের মতন,
ধন্য ধন্য তুমি 'আনন্দমোহন!'
কি অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখালে ধরায়।
কি উদার তব চরিত-আখ্যান,
একসূত্রে বাঁধি হিন্দু মুসলমান,
জাগাইলে সুপ্ত সপ্ত কোটি প্রাণ,
সঞ্চারি শকতি শিরায় শিরায়।
যাও :—
অমৃতের যাত্রী অমর-ভবনে,
ভুঞ্জ স্বর্গসুখ অনন্ত-জীবনে,
পিয় প্রেমামৃত শান্তি-নিকেতনে,
জরা মৃত্যু শোক নাহিক যথায়।

শ্রীচন্দ্রনাথ দাস।

নবীন ভারতী।

১। গর্ভস্থ ছেলের পদাঘাতে মা কোনও দোষ লন না। বিশ্বজননী তেমনি দুর্বৃত্ত মানবকে নিয়ত ক্ষমা করেন।

২। ঈশ্বর মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুঞ্জয়কে ভজিয়া মানব মৃত্যুঞ্জয় হয়।

৩। রসাসিন্ধুর দুই প্রকার পাক— খোলা পাক ও বদ্ধ যন্ত্রের পাক। বদ্ধ যন্ত্রের পাকেরই গুণ অধিক। ধর্ম্মের ভাব প্রকাশ অপেক্ষা যে ভিতরে চাপিয়া রাখিতে পারে, তাহারই সাধনের গৌরব অধিক।

৪। ঈশ্বরের বিচার! তৃষ্ণায় ছাতি ফাটে ; চাহিলাম জল, দিল একগাছা লাঠি—রাগ হইল। কামড়াইয়া দেখি, তাহা রসে ভরা—ইক্ষু।

৫। সত্য ধর্ম্ম নগদ ধর্ম্ম ; তাহাতে সব বর্ত্তমান, ধার বরাত নাই।

৬। ভক্তের চক্ষে প্রত্যেক সম-সাধক তাঁহার উপাস্য দেবতার মন্দির।

৭। ভক্তের খাওয়া, পরা, তেল মাখা, স্নান—সকল কার্য্যই দেবসেবা। সে খাইতেছে, দেবতার মুখে আহার দিতেছে; বস্ত্র পরিতেছে, দেবতাকে সাজাইতেছে; তেল মাখিতেছে, দেবতার শরীরে তৈল মর্দ্দন করিতেছে; স্নান করিতেছে, দেবতার মস্তকে জল ঢালিতেছে। তাহার নিজের ভোগের জন্য কিছু নয়, সকলই ইষ্ট দেবতার জন্য।

৮। "আত্মসুখে সুখী যেই, তাঁরে বলি কামী, তাঁর সুখে সুখী যেই, তাঁরে বলি প্রেমী।"

৯। যে মৃত্যু ইহজীবনের শেষ সীমা, সেই মৃত্যু-ভিত্তির উপরে সত্যজীবনের আরম্ভ।

১০। বিশ্বাসেই ধর্ম্ম। মানিলত সব আছে, না মানিলত কিছুই নাই।

১১। তান্ত্রিকেরা বলে শ্মশানে শব-সাধন করিলে সিদ্ধিলাভ হয়। এই মৃত্যু-ময় সংসারকে শ্মশান জানিয়া ইহার সকল ব্যাপারকে শবজ্ঞানে তাহার উপর বসিয়া ধ্যানসাধন করিতে পারিলে মহা সিদ্ধি লাভ হয়।

১২। প্রেমে আত্মা ও পরমাত্মা এক অভেদ। প্রেমিক বলেন "ছিল একটু ভমি আমি তুমি, তাও যে প্রেমে যায় ভেসে।"

নেপোলিয়নের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(৫২০ সংখ্যা—২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি "ইনকনষ্টাণ্ট" নামক জাহাজে তিন দিন জলপথ ভ্রমণ করিয়া কেনিস্ নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে এক হাজার লোক, তন্মধ্যে তাঁহার (Old guard) পুরাতন রক্ষিদল ৬০০ এবং পোল ও করসিকান ৪০০ সৈন্য। গ্রেণোবল নামক স্থানে ৭০০ সৈন্য বোর্ব্বন-পতাকা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার শরণাপন্ন হইল। সেনাপতি মার্শাল নে "লৌহপিঞ্জরে দুঃসাহসিক সম্রাটকে বদ্ধ করিয়া আনিব" এই প্রতিজ্ঞা করিয়া প্যারিস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু পথে যাইতে যাইতে সম্রাটের মুখ ও "সম্রাট্ চিরজীবী হউন" এই কথা স্মরণ হওয়াতে তিনি সম্রাটের দল-ভুক্ত না হইয়া থাকিতে পারিলেন না। নেপোলিয়ন প্যারিস অভিমুখে অবাধে অগ্রসর হইলেন। ১৮শ লুই সত্বর ঘেন্ট নগরে পলায়ন করিলেন ১৮১৫ সালের ২০শে মার্চ্চ রাত্রি-কালে মুক্ত-অসি (খোলা তলোয়ার) অশ্বা-রোহি-সৈন্য পরিবেষ্টিত হইয়া একখানি

শকটারোহণে নেপোলিয়ন টুলারি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন এবং নিজের পুরাতন পাঠালয়ে বসিয়া নিঃশব্দে কার্য্য করিতে লাগিলেন। তিনি অসাধারণ অধ্যবসায়-সহকারে দিবারাত্রি পরিশ্রম পূর্ব্বক রাজ্যের সকল বিভাগের কার্য্য পরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, চার্টারের অষ্ট প্রতিজ্ঞায় সম্মতি জানাইলেন এবং প্রভূত সৈন্য সংগ্রহার্থ প্রাণপণে সচেষ্ট হইলেন। তাঁহার নামের কি আশ্চর্য্য প্রভাব—তিনি জুন মাসের মধ্য ভাগে ১ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন!

ভিয়েনা কংগ্রেস ইতিপূর্ব্বে ১০ লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নানা স্থানে সজ্জিত রাখিয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে ইংরাজ ও প্রুষীয় সৈন্য বেল্‌জিয়মে ছিল। তাহারা একত্র হইয়া পারিসে যাত্রা করিতে উদ্যত। নেপোলিয়ন এই আসন্ন শত্রুদলের বিরুদ্ধে ১৫ই জুন রণযাত্রা করিলেন। নে, সুল্‌ট ও গ্রাউচি তাঁহার প্রধান সেনাপতি। ১৬ই জুন দুই স্থানে এককালে যুদ্ধ হইল। তিনি লিগ্নি হইতে প্রুষীয় সেনাপতি ব্লুচারকে তাড়িত করিলেন কিন্তু সেনাপতি নে কোয়াটার-ব্রাসের ইংরাজ সেনাদিগকে বিচলিত করিতে পারিলেন না। ১৭ই জুন ওয়েলিংটন ব্লুচারের নিকটবর্ত্তী হইবার জন্য "ওয়াটারলু" নামক স্থানে সেনানিবেশ করিলেন। এই স্থানেই ১৮ই জুন বর্ত্তমান যুগের মহা ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হয়। সমস্ত দিন ভীষণ সংগ্রামে ইংরাজ ও ফরাসী উভয় দল বারম্বার অগ্রসর ও প্রতিহত হইবার পর নেপোলিয়নের পরাজয় হইল। তখনও তিনি নিরাশ হন নাই এবং তাঁহার "old guard" পুরাতন রক্ষিদল শেষ রক্ষা করিবে বলিয়া ভাবিয়াছিলেন। কিন্তু একদিকে তাহারা ব্রিটিষ গোলাগুলিতে ক্ষত বিক্ষত, অন্য দিকে ক্ষীণ ইংরাজ সৈন্য দলকে পরিপুষ্ট করিবার জন্য প্রুষীয় সৈন্যদল লইয়া ব্লুচার উপস্থিত—এই সংবাদ পাইয়া তিনি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে পারিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় নগরবাসীদিগের ভাব ভঙ্গী দেখিয়া বুঝিলেন যে, তাঁহার রাজত্ব শেষ হইয়াছে। ২২শে জুন তাঁহার পুত্রের সপক্ষে দ্বিতীয়বার সিংহাসন পরিত্যাগ পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। কিন্তু সম্মিলিত ইউরোপীয় শক্তিসকল পারিসে প্রবেশ করিয়া নেপোলিয়ানের ব্যবস্থা খণ্ডন করিলেন এবং ১৮শ লুইকে ফ্রান্সের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

নেপোলিয়ন রচফোর্ট বন্দরে গিয়া আমেরিকাতে প্রস্থান করিবার চেষ্টায় ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ নাবিকেরা সতর্কে সমুদ্র-তীরে পাহারা দিতেছিল। ১৫ই জুলাই তিনি বেলারোফান জাহাজের কাপ্তেন মেটল্যাণ্ডের শরণাপন্ন হইলেন। ইতিপূর্ব্বে বোনাপার্টি ইংলণ্ডের রাজপ্রতিনিধি প্রিন্স রিজেণ্টকে এই বলিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তিনি

থেমিস্টকলিসের* ন্যায় ব্রিটিষ জাতির আতিথ্য গ্রহণ করিলেন এবং তাহাদিগের আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। প্রত্যুত্তরে ব্রিটিষ গবর্ণমেণ্ট এই নির্দ্দয় আজ্ঞা জ্ঞাপন করিলেন যে, তাঁহাকে বন্দিরূপে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে যাইতে হইবে মহাবীর নেপোলিয়ন এখন নিরুপায়। নর্দ্দম্বরল্যাণ্ড নামকজাহাজারোহণে ১৮১৫ সালের ১৫ই অক্টোবর সেই পর্ব্বতময় নির্জ্জন দ্বীপে নীত হইলেন। সেখানে বন্দিভাবে ৬ বৎসর কাল যাপন করেন ১৮১৮ সালে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৮২১ সালের ৫ই মে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার দেহ সেই নির্জ্জন দ্বীপে সমাহিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৪০ সালে তাহা মহা সমারোহে পারিস নগরে নীত এবং ইন্‌ভ্যালিড হোটেল নামক স্থানে সমাহিত হয়।

মানবের কি অলৌকিক অভ্যুত্থান এবং কি মহাপতন!!

* গ্রীক বীর থেমিষ্টক্লিস স্বদেশ আথেন্সের অশেষ উপকার করেন, কিন্তু অবশেষে আথেনীয়দিগের দ্বারা নিৰ্ব্বাসিত হইয়া স্বদেশ-বৈরী পারস্য সম্রাটের শরণ লন।

বোনাপার্টি বংশাবলী।

চার্লস বোনাপার্টি—লেটিজিয়া রামোলিনী
কর্সিকার উকীল—বিবাহিত ১৭৬৭

- যোজেফ (নেপল্‌স ও স্পেনরাজ) — জাত ১৭৬৮—মৃত ১৮৪৪
- ১ম নেপোলিয়ন — জাত ১৭৬৯—মৃত ১৮২১
  - ২য় নেপোলিয়ন — জাত ১৮১১—মৃত১৮০২
- লুসিয়েন (কানিনোরাজ) — জাত ১৭৭৫—মৃত ১৮৪০
  - চার্লস লক
  - লুই লক
- লুই নেপোলিয়ন (হলণ্ডরাজ) — জাত ১৭৭৮—মৃত ১৮৪৬
  - চার্লস লুই নেপোলিয়ন (৩য় নেপোলিয়ন) — জাত ১৮০৮—মৃত; সম্রাট—১৮৫২
    - নেপোলিয়ন প্রিন্স ইম্পিরিয়াল — জাত ১৮৫৬—মৃত ১৮৭৯
- জিরোম (ওয়েষ্টফেলিয়া-রাজ) — জাত ১৭৮৪—মৃত ১৮৬০
  - প্রিন্স নেপোলিয়ন — জাত ১৮২২

ওঁ প্রণব।

কি বেদ, কি পুরাণ, কি তন্ত্র—সকল আর্য্যশাস্ত্রেই দেখা যায়—ওঁ এই শব্দটী বিশেষরূপে আদৃত। মন্ত্রারম্ভে ও তাহার অন্তে এই শব্দটী একান্ত বিশ্বাসের সহিত উচ্চারিত হইয়া থাকে। আবহমান কাল হইতে এইরূপ প্রথা চলিয়া আসিতেছে। প্রণিধান করিয়া দেখিলে অনুভূত হইবে যে, এই যে ওঙ্কার প্রণব, ইহা একটা প্রাণোদ্দীপক শব্দ, যাহা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কর্ত্তা এক পর-ব্রহ্ম হইতে আসিয়াছে। মানবাত্মার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মাতে পরমাত্মা উহা অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তাই ইহার এত আদর। এখনকার কালে অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে ওঙ্কার ব্রাহ্মণদের একটি মন্ত্রমাত্র অথবা ঐন্দ্রজালিক মোহন-দণ্ড (Magical wand) স্বরূপ, কিন্তু তাহা ঠিক্ নহে। প্রত্যুত এইরূপ ধারণা ভ্রমমূলক, কেন না আসল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া তাহার ব্যবহারকারীদের প্রতি লক্ষ্যকে আবদ্ধ রাখাতে, লক্ষ্যকারীর গুণবত্তা প্রকাশ পায় না, বরং তাহাতে আত্মবঞ্চনা ঘটিয়া থাকে। ওঁ ইহা নিত্য সত্য পদার্থ এবং ইহার ব্যবহারক্ষেত্রও সেইরূপ বলিয়া গণনীয়।

একটা কথা আছে যে "ফলেন পরিচীয়তে"। ওঁকার সম্বন্ধে এইরূপ পরিচয় লইলে কেবল সত্যেরই মহিমা ও প্রভাব প্রতিপন্ন হয়। ওঁকার এক স্বতঃসিদ্ধ অস্তিত্ব ও তাহার বিকাশ, তাহারই মধ্যে আশ্চর্য্য ভাবে স্থিত ও রক্ষিত। মানবসমাজে উহার উপর দিয়া কত শত বিপ্লব ও আন্দোলন চলিয়া গেল। মানবমণ্ডলীকে কখন জ্ঞান এক দিকে টানে, ভক্তি আর দিকে টানে, কর্ম্ম অপর দিকে টানে, সমাজ-সংস্কারের ধুয়া আবার অন্য দিকে চিৎকার করিয়া নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু " ওঁ " এই ভারতে আপনার সিংহাসনোপরি এমন অটলভাবে বসিয়া আছেন যে দেশ, কাল, পাত্র —কেহই তাঁহাকে স্থানচ্যুত করিতে সক্ষম নহে।

বৌদ্ধ-বিপ্লব, মুসলমান-ধর্ম্মান্ধতা ও তদ্দ্বারা আর্য্যশাস্ত্রাদি দহন এবং এখন খৃষ্টীয়ানগণের প্রখর ও প্রলোভনীয় ধর্ম্ম-প্রচারের প্রণালী সকল ওঁকারের প্রভাবকে খর্ব্ব করিতে পারিল না।

ওঁকারের আরও পরিচয় দিই। উপরে যাহা বলিলাম তাহা দেশ ও পাত্রসম্বন্ধে অধিক সংলগ্ন। তবে কাল তাহার সম্বন্ধে কিরূপে স্থিত, তাহাও বলিতেছি। ওঁ এর উৎপত্তি কোন্ সময় হইতে, তাহার নির্ণয় করা যায় না। বেদের আরম্ভ-সময় নির্ণয় করা যখন বড় বড় পণ্ডিত বা ইতিহাস-লেখকদিগের পক্ষে দুরূহ হইয়া উঠিয়াছে, তখন ওঁকারের প্রারম্ভ সময়

নির্ণীত হইবে কেমন করিয়া ? ওঁ বেদের আগে ;—কত আগে বলিতে গেলে আদি হইতে অনাদিতে যাইতে হয়। যদি আমরা তাহা না পারি, তবে "জানি না" বলিলে জ্ঞান যে এক অনন্ত ব্যাপার, তাহার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়। এখানে সেই মহাজ্ঞানদেশের যাত্রী মহামতি সক্রেটিস্‌কে একবার নমস্কার করি, যিনি এই পৃথিবীতে "জানি না" এই সত্যটী অনন্ত জ্ঞান দেশ হইতে আনিয়া সুস্পষ্টরূপে বলিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার জীবনে ও মরণে তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্ত্বকথা উঠিলেই তিনি বলিতেন "আমি জানি না"। এইরূপ মহাজ্ঞানী মহাত্মার পদ-রেণু ললাটে মাখিয়া বলিতে ইচ্ছা হয় যে, ওঁ এর বয়স কত, তাহা জানি না। দেবতারা যাঁহার পূজা আহরণ করেন, তাঁহার সময় বা বয়স মানুষ নির্ণয় করিবে কেমন করিয়া ? সেরূপ নির্ণয় চেষ্টায় কোনও ফল দেখি না, কেন না উহা এক অনন্ত সত্তাতে নিহিত হইয়া রহিয়াছে, যাহা শব্দে কেবল ঈশ্বরেরই প্রাথমিক বাণীরূপে মানবের শ্রবণশক্তিতে ধ্বনিত হয় মাত্র।

তাই বলি যে, জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম এবং নানাপ্রকার ক্রিয়াকলাপ-ক্ষেত্রে মানব-ইচ্ছা-সুলভ ব্যবহার যে আবাহন ও বিসর্জ্জন, তাহা "ওঁ" সম্বন্ধে খাটাইতে যাওয়া নিষ্ফল ; কেননা তাহা খাটাইতে গিয়া কেহ কখনও সিদ্ধ-মনোরথ হন নাই। ওঙ্কারের যখন আরম্ভ ও শেষ নাই, তখন তাহার আবাহন ও বিসর্জ্জন কিরূপে হইবে ?

স্বর্গীয় মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতী ওঙ্কারের একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। অপৌত্তলিক এবং ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়াও, তিনি ওঙ্কার প্রণবকে প্রাচীন ঋষিদিগের ন্যায় কত না আদর করিতেন! ওঁ ব্রহ্ম প্রতিপাদক শব্দ, ইহা জড়, চেতন ও আত্মা এই তিনেরই সম্বন্ধে এক আশ্চর্য্য শক্তি-সঞ্চারক পদার্থ। ওঁ শব্দশক্তি ভূমা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নাশনকারিত্ব প্রভাব মধ্যে কি ভাবে নিহিত আছে, তাহা তিনিই জানেন ;—আমরা জানি না। চতুর্বেদজ্ঞ দয়ানন্দ ওঙ্কারের শক্তি ও প্রভাব বলিতে বড় ভাল বাসিতেন এবং আপনার শিষ্যদিগকেও সেই ভাবে শিক্ষিত, দীক্ষিত ও গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে ওঁ সম্বলিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে শেষে "ওঁ" বলিয়া আপনার প্রাণকে মহাপ্রাণে সমর্পণ করিলেন।

আমাদের ভক্তিভাজন প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম গ্রন্থে ওঙ্কারের মহিমা উপনিষদের শ্লোকদ্বারা কেমন সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহার একটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। :—

"ওমিতি ব্রহ্ম সর্ব্বেহস্মৈ দেবাবলিমাহরন্তি।
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবাউপাসতে॥

"যিনি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তিনি ব্রহ্ম। সকল দেবতারা ইহার পূজা আহরণ করিতেছেন। জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয়

পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতাগণ নিয়ত উপাসনা করিতেছেন।"

ব্রহ্মোপাসক ভ্রাতাদের প্রতি বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা কেহ যেন ওঙ্কারকে পরিত্যাগ না করেন। নিত্য উপাসনাকালে ওঁ এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়া ব্রহ্মপূজা করিলে দেখিবেন যে, সাধনে শক্তি, ভজনে ভক্তি এবং বিশ্রামে শান্তি লাভ হইবে। এক দিকে যেমন তাঁহারা দেবপ্রসাদের অধিকারী হইবেন, আর একদিকে তেমনি তাঁহারা আত্মপ্রভাবের বলে বলীয়ান্ হইবেন। তখন জীবনের কর্ত্তব্যসাধনে আর কঠিনতা থাকিবে না এবং অনুযোগ ও অভিযোগ সব চলিয়া যাইবে। সাধক তখন প্রফুল্লচিত্ত হইতে পারিবেন। সংসারের শোক মোহ দুঃখের কশাঘাত তাঁহাকে আর ম্রিয়মাণ করিতে পারিবে না। ওঙ্কারই প্রাণ, ওঙ্কারই বল, এবং ওঙ্কারই নবজীবনের সঞ্চারক। ব্রাহ্মধর্ম্ম আসিয়াছেন ভারতবাসীকে ওঙ্কাররূপ মহারত্ন নির্ব্বিশেষে দান করিতে এবং তদ্দ্বারা নবজীবন প্রদান করিতে। ব্রহ্মোপাসকগণ তাহা গূঢ়রূপে অনুভব করিয়া তাঁহাদের উপাসনার আরম্ভে ও শেষে ওঙ্কারের অর্থ উপলব্ধিপূর্ব্বক উচ্চারণ করেন, ইহা একান্ত প্রার্থনীয়।

ব্রাহ্মসমাজের সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায় এইরূপে ওঙ্কারে অনুপ্রাণিত হইতেন। তিনি বহুশাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া এবং একমেবাদ্বিতীয়মের উপাসনা প্রচার করিয়াও ওঙ্কারকে মন্ত্ররূপে কিরূপে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বাসভূমি রঘুনাথপুরে বহুযত্নে যে ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার মনে হইল ঐ মন্দিরের প্রত্যেক ইষ্টক খণ্ডে ওঁ অঙ্কিত করিতে হইবেক। এই ভাবে প্রণোদিত হইয়া তিনি যখন ইষ্টক-নির্ম্মাতাকে ডাকিয়া, তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে বুঝাইয়া দিতেছিলেন, তখন না জানি তাঁহার মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইয়াছিল! এই চিন্তা করিতে করিতে আমার মনের ভাব একটু কবিতা আকার ধারণ করিল, তাহা এই :—

গড় ইট, লাগাওরে ওঙ্কার তাহাতে,
সৃষ্টি, স্থিতি, লয় হয় যাঁহার কৃপাতে।
ওম মোর প্রাণে আজি সজোরে পশিল,
ভারত-জননী জাগ রাতি পোহাইল।

ওঙ্কারের হুঙ্কারে নিদ্রিত ভারত পুনরায় জাগিয়াছে। ভারতবাসী সকলে সমস্বরে এই ওঁকার বেদধ্বনি করুন, সকলদুঃখ দুর্গতি দূর হইবে এবং ভারত পুনরায় পুণ্যক্ষেত্র ও ধর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী।

বড় দিন।



বড়দিনের অন্য নাম খৃষ্টমাস-ডে বা খৃষ্টের জন্মদিন। ভাদ্রের কৃষ্ণাষ্টমী যেমন শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন 'জন্মাষ্টমী' বলিয়া হিন্দুজগতে খ্যাত, ডিসেম্বরের ২৫শে সেইরূপ খৃষ্টমাস বা খৃষ্টের জন্মোৎসব দিন বলিয়া খৃষ্টীয়জগতে প্রসিদ্ধ। সাধারণের বিশ্বাস ১৯০৬ বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক যিশুখৃষ্ট ২৫শে ডিসেম্বর এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মতে তাঁহার জন্ম-বৎসর ও জন্মদিন উভয়ই অনিশ্চিত। যাহা হউক জ্যোতিষ মতে ২৫শে ডিসেম্বর একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনে মকর সংক্রান্তি হইতে বিষুব রেখার দিকে সূর্য্যের গতি আরম্ভ হয়, সেই জন্য দিন বাড়ে এবং রাত্রি ছোট হয়। এই জন্য "বড় দিন" বলিয়া এই দিনের মাহাত্ম্য।

মহাত্মা যিশু খৃষ্টের মৃত্যুর দিনকে (Good Friday) কহে। উপরে যে ছবি অঙ্কিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার মৃত্যুকালীন ছবি। তাঁহার মাথায় কন্টক-কিরীট রাজা বলিয়া উপহাস করিবার জন্য। তাঁহাকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া দুইটী চোরের সহিত অতি নিষ্ঠুররূপে হত্যা করা হয়। হত্যার কারণ এই তিনি প্রচার করেন যে তিনি পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য নামে এক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং তিনি সেই রাজ্যের রাজা।

তাঁহার সময়ে তাঁহার দেশ—বর্ত্তমান তুরস্কের অন্তর্গত যুডিয়া প্রদেশ—রোমান্‌দিগের অধীনস্থ ছিল। তিনি এক নূতন ধর্ম্ম প্রচার করেন, এজন্য তাঁহার স্বজাতি ইহুদিরা তাঁহাকে 'রাজ্যাকাঙ্ক্ষী রাজ-বিদ্রোহী' বলিয়া তৎকালীন রোমান শাসনকর্ত্তা পাইলেটের নিকট অভিযোগ করেন, তাঁহার বিচারে যিশুর মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হয়।

যিশু ইহুদি রাজ-বংশীয় একজন সামান্য গরীব সূত্রধরের সন্তান ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম যোজেফ ও মাতার নাম মেরি।

তাঁহার বাল্যকালের বার বৎসরের অধিক বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে ১৮ বৎসরে তিনি কোথায় কিরূপে জীবন কাটান, তাহা অজ্ঞাত। ৩০ বৎসর বয়সের সময় তিনি যে ধর্ম্ম প্রচার করেন, তাহার প্রধান উপদেশ—ঈশ্বরকে পিতা এবং সকল মনুষ্যকে ভ্রাতা বলিয়া প্রেম কর। তিনি ধর্ম্মের অতি গভীর তত্ত্বসকল সরল ভাবে প্রচার করেন এবং জন-হিতকর নানাপ্রকার কার্য্যে প্রায় তিন বৎসর কাল অতিবাহন করেন। তিনি একজন মহাযোগী ও বিশ্বাসী মহাপুরুষ ছিলেন। বর্ত্তমান সভ্যজগৎ তাঁহাকে "তনয়েশ্বর" বা ঈশ্বরের পুত্র-অবতার বলিয়া পূজা করিতেছেন এবং তাঁহার জন্মোৎসব বড়দিন পৃথিবী যুড়িয়া মহাঘটায় সম্পন্ন হইতেছে। ঈশ্বরের সুপুত্র খৃষ্ট " মহর্ষি ঈশা " নামে চিরস্মরণীয়।

উষা সঙ্কীর্ত্তন।*

অবসান হ'লো নিশি, জাগো ভারতবাসী,
ভারত-মঙ্গল গীত কর গান ;
সত্য-সূর্য্য উদিল ; আঁধার ঘুচিল ;
(আজি) নরনারী সচেতনে লভ পরিত্রাণ।১
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যানে ব্রহ্মানন্দ-রসপানে
করিলেন কত যোগী আত্ম-সমাধান ;
সেই সাধনার ফলে ব্রহ্মকৃপা দৈব বলে
আসিয়াছে সত্যধর্ম্ম (যুগধর্ম্ম) বিধির বিধান
(দেখ ভাই)।২
জ্ঞান প্রেম পুণ্যকর্ম্ম মিলি এই মহাধর্ম্ম
(নূতন) জাতীয় জীবন পুনঃ করিবে প্রদান ;
ভুলে জাতি-অভিমান, বৃথা ভেদাভেদজ্ঞান,
(সবে) ভজ এক অদ্বিতীয় পুরুষ মহান্।৩
হিন্দু শিখ মুসলমান জৈন বৌদ্ধ খৃষ্টান—
সবে মিলে গাও একতান একপ্রাণ ;
প্রভু সকলের ধাতা, সকলের পিতামাতা,
সকলে প্রাণের ভ্রাতা ভারত-সন্তান।৪
একধর্ম্ম, এক ঈশ্বর, ভাই ভগ্নী নারীনর,
এক দেব সকলের মুক্তির সোপান ;
স্বর্গ মর্ত্ত্য একতানে, মত্ত বিভু গুণগানে,
তোমরাও গাও ভাই খুলিয়া পরাণ।৫
গাও সত্য সনাতন, গাও নিত্য নিরঞ্জন,
গাও সুখ-মোক্ষদাতা করুণানিধান ;
গাও বিঘ্ন-বিনাশন, গাও পতিতপাবন,
গাও গাও উড়াইয়া সত্যের নিশান।৬
ব্রহ্মজ্যোতি প্রকাশিবে, পাষাণ মন গলিবে,
উথলিবে প্রাণে প্রাণে প্রেমের তুফান ;
হইবে সত্যের জয়, দশদিক্ পুণ্যময়,
(বল) জয় ভকত-বৎসল—জয় ভগবান্।৭

---

* মহোৎসবের আগমনীস্বরূপ ব্রহ্মগণ প্রতি বৎসর সমস্ত পৌষমাস কলিকাতা নগরবাসীদিগের দ্বারে দ্বারে সঙ্কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, এ বৎসর এই গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন।

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৬শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইয়া ২৯শে পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। সুপ্রবীণ দাদাভাই নৌরোজি সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বক্তৃতা করেন এবং সুপ্রসিদ্ধ গোখলে নৌরোজির বক্তৃতা পাঠ করেন। প্রধানতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ হইয়াছে :—

বঙ্গবিভাগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন ও স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ, স্বায়ত্তশাসন, গবর্ণমেণ্ট চাকুরী ও ভূমির রাজস্ব।

২। গত ২১শে ডিসেম্বর রাজ-প্রতিনিধি লর্ড মিণ্টো কলিকাতা শিল্প প্রদর্শনী মহা সমারোহে খুলিয়া বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রদর্শনী একমাস কাল থাকিবে। ইহার সমিতি-অধিবেশনে বরদা-মহারাজ অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৩। গত ২৯শে ডিসেম্বর বেথুন কলেজে মহিলাদিগের মহাসভা হইয়া গিয়াছে। তাহাতে বরদার মহারাণী সভাপতির কার্য্য করেন। কয়েকটী মহিলা গার্হস্থ্য, সামাজিক ও নৈতিক বিষয়ে সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

৪। গত ৩০শে ডিসেম্বর কংগ্রেসের মণ্ডপে সামাজিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইয়াছে। তাহাতে সার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয় সভাপতিত্ব করেন। সামাজিক অনেক বিষয়ে অনেকে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

৫। গত ২৩শে হইতে ২৯শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সিটী কলেজে ব্রাহ্ম-সম্মিলনীর অধিবেশন হয়। ভারতের নানাস্থানের ব্রাহ্ম প্রতিনিধিগণ উপস্থিত হন। মান্দ্রাজের সুবিজ্ঞ ভেনকাট রত্নম্ ইহার সভাপতির এবং ময়ূরভঞ্জের মহারাজা অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতির কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন।

৬। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারীদিগের বেতন সম্বন্ধে উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রদেশীয় সার্ব্বিসের প্রারম্ভিক বেতন, ১৫০্ স্থলে ২০০্ টাকা করা হইয়াছে। নিম্নতর কর্ম্মচারীদিগের প্রতিও অনুগ্রহ প্রদর্শিত হইয়াছে। বেতনের নিয়ম ১৯০৫ সেপ্টেম্বর হইতে কার্য্যকর হইয়াছে।

৭। গত ৮ই ডিসেম্বর পূর্ব্ব-বাঙ্গালা ব্যবস্থাপক সভার সর্ব্বপ্রথম অধিবেশন হইয়াছে। ছোটলাট এল, হেয়ার সভাপতি ছিলেন। দেশীয় সভ্যদিগের মধ্যে উপস্থিত—ঢাকার নবাব, দিনাজপুরের মহারাজা, দুলালচাঁদ দেব বাহাদুর, বাবু সীতানাথ রায় ও নবাব আলি চৌধুরী। কোর্ট অব ওয়ার্ড এবং বিশৃঙ্খল গৃহসকল সম্বন্ধীয় বিল বিবেচনা স্থলে গৃহীত হইয়াছে।

৮। কলিকাতা হাইকোর্টে সার চন্দ্রমাধব ঘোষের শূন্য পদে পঞ্জাবের জষ্টিস চিটী নিযুক্ত হইয়াছেন। মুসলমান জজ এক জনের প্রয়োজন ছিল, বেহারের

সায়েদ সার্ফুদ্দীন হাইকোর্ট জজপদে উন্নীত হওয়াতে আমরা সুখী হইলাম।

১০। কুমার অরুণচন্দ্র সিংহ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পাইকপাড়া ইন্দ্রচন্দ্র ষ্টেটের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি শিল্পবিজ্ঞান সভার সাহায্যার্থ মাসিক ১০০্ এক শত টাকার একটি ছাত্রবৃত্তি দিয়াছেন। ঈশ্বর তাঁহাকে স্বর্গীয় লালাবাবুর বংশধরের উপযুক্ত করুন।

১১। বাল্মীকি রামায়ণের বঙ্গানুবাদক শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নের পরলোক-গমনে আমরা বিশেষ শোক-সন্তপ্ত হইয়াছি। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চির শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

বামারচনা।

কত ভালবাস?

নাহি স্থান নাহি অবসর,
এ হৃদয়ে তোমার লাগিয়া,
আদরে ভেটিতে এসে তুমি
উপেক্ষিত যাওগো ফিরিয়া!

চির দিন ভালবাস তুমি,
মোরে চির মলিন দেখিয়া
কয়নাত ঘৃণা অনাদর,
যাওনাত চরণে দলিয়া।

চুপি চুপি অতি সাবধানে
উঁকি মেরে যতনে চাহিয়া,
যাও চলে বিষাদিতমনে,
নিরজনে নীরবে ডাকিয়া।

ত্যজি ঘৃণা মান অপমান,
পুনঃ এস অভাগা জানিয়া।
বার বার উপেক্ষিয়া তোমা
বৃথাসুখে রয়েছি মজিয়া।

নিরবধি প্রিয়তম তোমা
অবজ্ঞায় নির্ম্মমে দলিয়া,
ত্যজি সুধা পিয়ে হলাহল
রহিয়াছি মরমে মরিয়া।
ভালবাস কতই আমারে,
পরিমাণ পাই না ভাবিয়া।
এ অধম অকৃতজ্ঞ জনে
সুখ কিবা এ ভালবাসিয়া?

শ্রীঅম্বিকাসুন্দরী সেন।

শ্মশানক্ষেত্র।

জীবন প্রদোষ-এল, ফিরি'ছি শ্মশানে,
বুকেতে আগুন ঢাকি উত্তপ্ত পরাণে।
কত শশী রাহু-গ্রাসে বিলয় পাইল,
মুকুলে কতই ফুল সদা শুকাইল।
কুসুমিত কুঞ্জবন ঝঞ্ঝাবায়ু-হত,
অমনি আহত প্রাণ কাঁদে শত শত।
কত তরু ভগ্ন হলো অকালে তুফানে,
কত লতা লুটিতেছে নির্ম্মম শ্মশানে।
সৌরভ অমিয়া-ভরা নির্ম্মল যে ফুল,
সহসা শমন দূত করিছে নির্ম্মূল। শ্রী-ভা

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. The wages of sin is death.

2. The gift of God is everlasting life to those who are alive unto Him and serve Him.

3. If I do what I would not, I am captive to the law of sin ; and it is no more I that do it, than death which dwelleth in me.

4. We that have faith in God, cannot sin, because God's grace is in store for us. If we sin, we continue servants to sin to meet death as our reward.

5. We must be dead to sin and yield no members of the body as instruments to sin.

6. After suffering death to sin we should have resurrection into new life and thenceforth dedicate all the members of our body as instruments to righteousness.

Congress week.—The 22nd Congress, the Industrial, Social, Temperance and Theistic Conferences, the All-India Ladies' Union and other celebrations came off during the last week of December 1906.

LIFE MADE UNENDURABLE BY WEALTH.

Mrs. Russel Sage, widow of the New York financier, who bequeathed to her a fortune of £20,000,000, intends shortly to distribute the bulk of her wealth. She intimates that the money will not go to establish institutions, but that it will be largely given to unfortunate and worthy individuals. Mrs. Sage has been besieged to such an extent by begging letters that her life has been rendered almost unendurable.

"I frequently told my husband," she says, "that I would like to have possessed millions ; because I would make many persons happy. My husband always responded : "If you had millions at your disposal, many persons would make you very unhappy." "His words have proved true," adds Mrs. Sage ; "within the last two months it has been necessary to burn 7,000 begging letters. I have had only two days' rest. My plan is to retain merely to support me comfortably. Thus I hope I shall be happy again." Incidentally, however Mrs. Sage expressed strong objection to endowments to churches, chaplains, and public institutions, as she holds the endowments to be an evil in that they rid the recipients of the invigorating effects of constant effort. They become moribund as soon as independent.

Dr. Rash Behary a Legislator.—The Governor-General has nominated Dr. Rash Behary Ghose, C.I.E., to be an Additional Member of the Legislative Council.

East Indian Railway.—In addition to the Grand Chord on the East Indian Railway system, the Ondal-Sainthia and Khurjahapur lines will have their local service of trains from the 1st January 1907. As the running of the new mail service between Calcutta and Bombay has been postponed until the 1st February, the full changes in the E. I. R. time-table will not be made on New Year's day. There will, however, be one or two

trains on the old line and the local services on the three new lines already mentioned.

Mr. Hewett.—The Hon. J. P. Hewett appointed Lieutenant-Governor of North-West Provinces from 1st January vice Sir Digges La Touche.

Mr. Carnegie and Peace.—Mr. Andrew Carnegie has according to the St. Louis *Post Dispatch* promised to devote £200,000 of his income to the furthering of the cause of international peace.

The Industrial Education Society—The Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians have resolved to grant 20 Scholars—2 of Rs. 100 each, 4 of Rs. 50 each, 14 of Rs. 25 each to Industrical Students next year to enable them to learn in Europe, America, and Japan the following industries:—

(1) Enamel, (2) Umbrella, (3) Hosiery, (4) Clock and Watch, (5) Glass and Churies, (6) Industrial Chemistry, (7) Boots and shoes (8) Cigar and Cigarettes, (9) Fruit culture and Preserving, (10) Fish culture and Preserving, (11) Toys, (12) Bread and Biscuit, (13) Printing Types, (14) Paper, (15) Machanical Engineering, (16) Hardware, (17) Liquor, (18) Pottery and Porcelain, (19) Lace, and (20) Perfumery.

The death of R. H. Mr. Samuel Smith, M. P.—The All-world Temperance Conference took place in the Pandal on the 29th December. Its President Mr. S. Smith died on the 28th all on a sudden through failure of the heart. All India mourns this—her irrepairable loss.

Female Education Among Mahomedans.—While Mrs. Besant has opened a girls' school in connection with the Central Hindu College at Benares for the religious instruction of Hindu girls, the Mahomedans have also become awakened to the need of educating their girls; and we read with pleasure that "the proposed Female Normal and Model School for Mahomedan girls has at last been started at Aligarh by the exertions of Shaik Abdulla B. A., LL.D., Editor of the *Khatun* and Secretary of the Female Education Section of the Mahomedan Educational Conference." At present, only Urdu reading and writing and the Koran will be taught but by and by the programme of instruction will be extended. The number of pupils is thirty at the start, and all belong to Aligarh. We wish all success to this very laudable enterprise.

Women's Arctic Voyages.—The wilderness of Labrador was in the summer of 1905 explored by Mrs. Hubbard, widow of a pioneer who died of starvation in the wilds. This summer, Mr. and Mrs. Stephen Tasker, of Philadelphia, accomplished an even more daring voyage. With all their effects in a frail canoe they visited many unknown waters, and penetrated to 57. north latitude, travelling at one time for twenty-five days together across an icy wilderness untenanted by any living creature and utterly devoid of vegetation. They are the first white people, so far as is known, to cross the peninsula by the route they followed, and their whole voyage of 1, 500 miles by canoe is a remarkable achievement in that country.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 522. February, 1907

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

শ্রীউমেশচন্দ্র দত্ত বি, এ, কর্তৃক প্রবর্ত্তিত ও সম্পাদিত।

৪৪ বর্ষ। ৫২২ সংখ্যা। | মাঘ, ১৩১৩। ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংরাজি নববর্ষ—নববর্ষের রাজানুগ্রহ বিতরণ উপলক্ষে শ্রীরামপুরের বাবু কিশোরীলাল গোস্বামী রায় বাহাদুর ও মিলিটারী সেক্রেটারী আফিসের বাবু প্রিয়লাল গাঙ্গুলী রায় সাহেব উপাধি পাইয়াছেন। বিজলী প্রভৃতি সাহেবের খেতাব বাড়িয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট-অনুগ্রহ কাণামেঘের বৃষ্টি। ইহা কদাচিৎ সন্তোষ-জনক।

কলিকাতা প্রদর্শনী—গত ২রা জানুয়ারি বেলা ১০টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত কেবল মহিলাদিগের জন্য ইহার দর্শন-ব্যবস্থা হইয়াছিল। লেডি মিণ্টো উপস্থিত ছিলেন এবং শিক্ষিতা রমণীগণ মহিলাদিগকে সকল শিল্পজাত দেখাইবার ও বুঝাইয়া দিবার ভার লইয়াছেন।

আমাদের স্ত্রীলোকেরা পুরুষের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে সকলে পারদর্শিতা দেখাইতেছেন, ইহা বড় আশা ও আনন্দের কথা।

বাঙ্গালীর গৌরব—জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায় আসিয়াটিক সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র দেশীয়দের মধ্যে প্রথম এই পদ পান। এই দ্বিতীয় নিয়োগ।

মুসলমান শিক্ষা-সমিতি—এ বৎসর ঢাকায় ইহার অধিবেশন হয়। তিন সহস্র প্রতিনিধি ভারতের নানা স্থান হইতে সমবেত হন।

এই সমিতি মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সাধনের নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ইহা আমাদের অত্যন্ত প্রীতিকর। শিক্ষাই সমাজকে উন্নতির পথে লইয়া যায় এবং স্ত্রীশিক্ষা সেই উন্নতিকে পূর্ণ করে।

কংগ্রেস—দ্বাবিংশ জাতীয় সম্মিলনী রাজধানী কলিকাতায় উপযুক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রতিদিন প্রায় ১৫ হাজার লোক যোগ দিয়াছেন এবং ভারত-নারীগণ পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা অধিক সংখ্যায় মিলিয়াছেন। কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। পার্লেমেণ্ট মহাসভার ঔদারনীতিক-দলের অনেক সভ্য ইহার সহিত হৃদয়ের সহানুভূতি জানাইয়াছেন

কলিকাতার নেতৃদলের মধ্যে যেরূপ ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইয়াছিল, তাহাতে যজ্ঞ পণ্ড হইবে বলিয়া অনেকের আশঙ্কা হইতেছিল। মাতৃভূমির সেবায় তাঁহারা যে আত্মসংযম করিয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, ইহা জাতীয় জীবনের পক্ষে আশাসূচক।

ইণ্ডিয়া কৌন্সিলে নূতন সভ্য—আলিগড় কলেজের ভূতপুর্ব্ব অধ্যাপক থিওডোর মরিসন বিলাতের ইণ্ডিয়া কৌন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিলাতে ষ্টেট সেক্রেটারীর যে কৌন্সিল বা সভা আছে, তাহারই হস্তে ভারতীয় সমুদয় কার্য্যের পরিচালনার ভার। ভারতের রাজপ্রতিনিধিকেও সেই কৌন্সিলের আদেশানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়। আমরা আশা করিয়াছিলাম এবার ভারতসন্তান রমেশচন্দ্র দত্ত বা গোখলে ইহার [illegible] হইবেন। যাহাহউক ভারতহিতৈষী একজন [illegible] প্রবেশলাভ করিয়াছেন, ইহাতে [illegible] কথঞ্চিৎ আশা হইতেছে।

[illegible] চিল জাপান সম্রাট আড-[illegible] ও ওয়ামা, এবং কুরকী ও [illegible] সেনাপতিদিগকে (Order of the Golden Kite) "সোণার চিল" পদ-গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন।

অহিফেন বন্ধ—চীনের টিনট্‌সিন্ বন্দরের ৪০০০ আফিঙের দোকান বন্ধ হইয়াছে।

চীনসম্রাট অহিফেন বিষ হইতে চিনবাসী-দিগকে রক্ষার্থে ব্যস্ত। ইহা অতি সুলক্ষণ।

নূতন দ্বীপ—আরাকানের উপকূলে আগ্নেয়গিরি ভাবে সংপ্রতি একটী দ্বীপ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা কঠিন মৃত্তিকাতে গঠিত। উচ্চে ১৫ফিট এবং ব্যাসে ৩০০ গজ; ইহা বিকন দ্বীপ হইতে ৫ মাইল দূরে অবস্থিত।

মুসলমান উন্নতি—লক্ষ্ণৌয়ে মুসলমান দৈনিকপত্র প্রচারিত হইতেছে। আগ্রা হইতেও একখানি পত্রিকা বাহির হইবে।

উডবরণ প্রতিমূর্ত্তি—আমাদের ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যার জন উডবরণের প্রতিমূর্ত্তি ডালহাউসি স্কোয়ারে অর্থাৎ লালদিঘির ধারে স্থাপিত হইবে।

দান—বিজয়নগরের ভূতপূর্ব্ব মহারাজার ভগিনী রেওয়ার মহারাণী মান্দ্রাজের S. P. G. A. সভায় লক্ষ টাকা এবং পিজরাপোলের জন্য ৯০০০০ টাকা দান করিয়াছেন। গত ২০শে ডিসেম্বর মান্দ্রাজের গবর্ণর স্যার আর্থার লালি এই পিজরাপোলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

শিল্প-বিদ্যালয়—বরদার মহারাজ ও দাদাভাই নৌরজি প্রভৃতি মহাত্মা

পার্সিবাগানের কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া উৎসাহ দান করিয়াছেন। ইহার সংস্থাপক ব্যারিষ্টার তারকনাথ পালিত মহাশয় ইহার জন্ত কয়েক লক্ষ টাকার ফণ্ড স্থাপন করিয়াছেন এবং প্রতিমাসে ১৫০০ টাকা চাঁদা দেন। এতদ্ভিন্ন অন্ত উপায়ে ২৫০০ টাকা মাসিক চাঁদা উঠে এবং ফণ্ডের সাহায্যার্থ ৪৬০০০ টাকার অধিক এককালীন দান প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

আদর্শ বাঙ্গালি।

(১)

তিন বৎসর বয়সে অনাথবন্ধু পিতৃহীন হইল। পতিবিয়োগ-বিধুরা ষোড়শী কায়ক্লেশে সন্তানটীকে লালন পালন করিতে লাগিল। কমলার স্বামী বিভূতিভূষণ পঁচিশ টাকা বেতনে একটী কেরাণীর কর্ম্ম করিতেন; তাহাতে সংসার একপ্রকার সুখে দুঃখে চলিত। বিভূতিভূষণের মৃত্যুর পর বড় কষ্টে কমলার দিন কাটিতে লাগিল। পূর্ব্বসঞ্চিত যাহা কিছু ছিল, সমস্ত নিঃশেষিত হইয়া গেল—আর দিন চলে না। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া যাহা দিত, কমলা, কোনদিন একবেলা, কোন দিন বা অনাহারে থাকিয়া, তাহাতে অনাথবন্ধুর আহার যোগাইত। অদ্য গৃহে এক মুষ্টিও তণ্ডুল নাই। অনাথবন্ধু নিদ্রাভঙ্গের পর যখন আহার চাহিবে, তখন কমলা তাহাকে কি খাইতে দিবে, এই ভাবিয়া কমলা নিদ্রিত পুত্রের মুখের প্রতি কাতরনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন প্রতিবাসীরা আর কত দিবে ভাবিয়া, কমলা আর গৃহের বাহির হইল না। কিয়ৎক্ষণ পরে অনাথবন্ধুর নিদ্রাভঙ্গ হইল। শিশু হাত মুখ ধুইয়া বলিল, "মা! খেতে দাও।" কমলা কিছু না বলিয়া নীরবে রহিল। তখন শিশু মাতার গলা জড়াইয়া বলিল, "কাল বিকালে দুটি মুড়ি দিয়াছিলে, তাতে পেট ভরে নি। তুমি কাঁদ বলে আমি আর চাই নি। এখন আমার বড় ক্ষিদে পেয়েছে মা।"

কমলা আর নয়ন-জল সম্বরণ করিতে পারিল না। কাঁদিয়া বলিল, "বাবা! কেন এ অভাগিনীর পেটে জন্মেছিলি?" অনাথবন্ধু মাতাকে কাঁদিতে দেখিয়া বলিল, "মা! তুমি কেঁদ না, আমি আর খেতে চাইব না"।

বালক এইরূপ বলিল বটে, কিন্তু তখনই মাতার অঞ্চল ধরিয়া বলিল, "ও মা! বড় ক্ষিদে পেয়েছে।"

কমলা পুত্রকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া ভাবিল, একবার ভিক্ষায় বাহির হইয়া দেখি যদি কিছু পাই, নচেৎ বাছা আমার অনাহারে মারা যাইবে। আমার আর

ভিক্ষা করিতে লজ্জা কিসের? তিনি যে দিন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, সেই দিন হইতে তো ভিখারিনী হইয়াছি। পুত্রকে কোলে লইয়া কমলা ভিক্ষায় বাহির হইল।

(২)

কমলা ভিক্ষার্থ এই প্রথম রাজপথে পদার্পণ করিল। সে ভদ্র গৃহস্থের কন্যা ও বধূ; কখনও বাটীর বাহির হয় নাই। এখন সম্মুখে অগণ্য মনুষ্য দেখিয়া সে যেন লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন এই সকল মনুষ্য তাহার প্রতি বিদ্রূপের দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছে। তাহার আর ভিক্ষা করা হইল না। অবনত-মস্তকে বাটী অভিমুখে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু পুনরায় যখন মনে পড়িল, অনাথবন্ধুর জন্য ভিক্ষায় বাহির হইয়াছি, তাহাকে কিছু খাইতে না দিলে অনাহারে শিশু মারা যাইবে, তখন কমলা মনকে দৃঢ় করিয়া, একটী লোক যাইতেছিল, তাহার নিকট কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় হাত পাতিতে গেল, কিন্তু হাত বাহির করিতে পারিল না। হস্তদ্বয় যেন অবশ হইয়া গেল। লোকটি চলিয়া গেল, তাহার আর ভিক্ষা চাওয়া হইল না। এই প্রকার কত লোক কমলার নিকট দিয়া যাতায়াত করিল, কিন্তু কমলা কাহারও নিকট কিছু চাহিতে পারিল না—তাহার যেন বাগ্‌রোধ হইয়া গেল। ক্রমে বেলা বাড়িয়া উঠিল, প্রখর সূর্য্যকিরণে কমলার সর্ব্বাঙ্গ হইতে স্বেদ ঝরিতে লাগিল। একে দুই দিবস অনাহার, তাহাতে অনবরত চলিতে চলিতে কমলার পদদ্বয় অসাড় হইয়া আসিল, সে আর চলিতে পারিল না—অতি কষ্টে একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলিতে লাগিল। তাহার চক্ষের উপর জগৎ সংসার যেন ঘুরিতে লাগিল এবং অনন্ত আঁধার যেন তাহার সম্মুখে জমাট বাঁধিতে লাগিল। কমলার মনে হইল, তাহার যেন অন্তিম সময় উপস্থিত। বালক মাতার গলা জড়াইয়া বলিল, "মা! মা! ও মা! তুমি অমন করছ কেন? তোমার কি হয়েছে বল না?"

কমলা চক্ষের জল মুছিয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু বাক্যস্ফুট হইল না। শিশু তখন কাঁদিতে লাগিল। কমলা মনে মনে বলিল, "ভগবান্! আমি মরি তায় দুঃখ নাই, কিন্তু আমার বাছার দশা কি হবে? হে অনাথবন্ধু! করুণাসিন্ধু! আমার বাছার উপায় কর। আহা! বাছারে, তোর মুখে একটু জলও দিতে পারিলাম না।"

কমলা আর বসিতে পারিল না, সেই বৃক্ষমূলে শয়ন করিল, ক্রমে তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইয়া আসিল।

(৩)

বুঝি কমলার সে কাতর প্রার্থনা জগদীশ্বরের চরণে পৌঁছিল। একজন পথিক যাইতে যাইতে কমলার অবস্থা দেখিয়া নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং দয়ার্দ্রচিত্তে বলিলেন, বাছা! তুমি অমন করে শুয়ে আছ কেন? তোমার কি কোনও

অসুখ করিয়াছে? আগন্তুক লোকটীর বেশভূষা সামান্য হইলেও তাঁহাকে দেখিলে ভদ্রবংশোদ্ভব বলিয়া মনে হয়।

তিনি দেখিলেন স্ত্রীলোকটী কথা কহিবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। তখন তিনি স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "বাছা! তোমার কি কেহ নাই? এ কথায় কমলার নয়ন অশ্রুপূর্ণ হইল দেখিয়া, ভদ্রলোকটী ব্যথিত হইয়া বলিলেন, "আমি কায়স্থ; তুমি কি মা আমাদের স্বজাতীয়া?"

কমলা অতি কষ্টে ঘাড় নাড়িয়া জানাইল সেও কায়স্থ। তখন ভদ্র-লোকটী একখানি শিবিকা আনাইয়া অতি সন্তর্পণে কমলাকে তাহাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, "মা! তোমার কোনও ভয় নাই। তুমি আমার কন্যা-স্থানীয়া, তোমাকে আমার বাটী লইয়া যাইতেছি।" বৃদ্ধের অপ্রত্যাশিত দয়ার কথা ভাবিয়া কমলা কাঁদিয়া ফেলিল।

ক্রমে শিবিকা একটী আড়ম্বরশূন্য ক্ষুদ্র দ্বিতল অট্টালিকার ভিতর আসিয়া পৌঁছিল। বৃদ্ধ একজন পরিচারককে ডাকিয়া অনাথবন্ধুকে তাহার কোলে দিলেন এবং পিতা যেমন যত্নে কন্যাকে বক্ষে তুলিয়া লয়, তেমনি তিনি কমলাকে বক্ষে লইয়া দ্বিতলের একটী পরিষ্কৃত শয্যায় শয়ন করাইলেন। কমলার জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া, বৃদ্ধ নিজ-হস্তে কমলার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। কমলাকে দেখিয়া অবধি তাহার প্রতি বৃদ্ধের কেমন মায়ার সঞ্চার হইয়াছিল। তিনি অনাথ-বন্ধুর শুষ্ক মুখ দেখিয়া, ভৃত্যকে দুগ্ধ আনিতে বলিলেন। ভৃত্য দুগ্ধ আনিলে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "খাও দাদা!"

বালক মাতার অবস্থা দেখিয়া এবং অপরিচিত স্থানে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ বালকের মুখে দুগ্ধের বাটী ধরিয়া বলিলেন, "খাও লক্ষ্মী দাদা আমার, তোমার মা ভাল হইবেন, ভয় কি?"

বৃদ্ধের মিষ্ট কথায় বালক কিছু দুগ্ধ পান করিল। তখন বালকের জন্য পাচককে ভাত আনিতে বলিলেন। তাঁহার যত্নে ও শুশ্রূষায় কমলার ক্রমে ক্রমে চেতনার সঞ্চার হইল। বৃদ্ধ তখন সস্নেহে বলিলেন, "তোমায় বড় দুর্ব্বল দেখিতেছি, একটু দুধ খাও"।

কমলা খাইতে চাহিল না, কিন্তু বৃদ্ধের সস্নেহ অনুরোধ একেবারে এড়াইতে না পারিয়া কিছু খাইল।

(৪)

পর দিবস কমলা একটু সুস্থ হইলে ভদ্র লোকটি বলিলেন, "দেখ মা! তোমাকে দেখিয়া অবধি তোমার প্রতি আমার কেমন মায়া জন্মিয়াছে। আমার কেহ নাই। আমি অনেক দিন সংসার ত্যাগ করিয়াছি। দেখিতেছি পুনরায় মোহ-মায়ায় আবদ্ধ হইতে হইল। সে যাহোক, তোমায় দেখিলে ভদ্র ঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হয়; তোমার পরিচয় পাইবার জন্য বড়

উৎসুক হইয়াছি। যদ্যপি তোমার কোনও আপত্তি না থাকে, তবে তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি।" কমলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া বলিল, "পথে নিঃসহায় অবস্থায় পুত্রসহ মরিতেছিলাম, আপনি দয়া করিয়া আশ্রয় দিয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনার সে মহৎ উপকার জীবন থাকিতে ভুলিব না। আমার পরিচয় আপনাকে অবশ্য দিব। মহাশয়! আমার জীবন বড় দুঃখময়। কোন্‌টা রাখিয়া কোন্‌টা আগে বলিব? আপনি যদি ধৈর্য্য ধরিয়া শোনেন, তাহা হইলে সমুদায় বিস্তারিত বলিতে ইচ্ছা করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "বল মা! আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি।" কমলা বলিল "আমি যখন জননীর গর্ভে, সেই সময় পিতা আমার জননীর উপর অন্যায় সন্দেহ করিয়া দেশত্যাগী হন। কাশ্মীর রাজ-সংসারে পিতার একজন আত্মীয় কর্ম্ম করিতেন। পিতা কাশ্মীরে গিয়া, সেই আত্মীয়ের সাহায্যে রাজ-সংসারে একটী কর্ম্ম পান এবং প্রভূত ধন উপার্জ্জন করেন; কিন্তু আমার মাতার আর কোনই খবর লইলেন না। মাতা দুঃখে অভিমানে আমাকে প্রসব করার পর এ পাপ মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করেন।"

কমলার কাহিনী শুনিতে শুনিতে বৃদ্ধের মুখ হঠাৎ বিবর্ণ হইয়া গেল, এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত ও ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া কমলার বড় ভয় হইল। সে বলিল "আপনার কি অসুখ করিতেছে?" বৃদ্ধ প্রকৃতিস্থ হইয়া কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "না মা! ও কিছু নয়।" তাহার পর কি হইল?

কমলা পুনরায় বলিতে লাগিল। "আমার মাতামহী আমাকে তাঁহার বাটীতে লইয়া গিয়া লালন পালন করিতে লাগিলেন। ক্রমে বৎসরের পর বৎসর গত হইয়া যখন আমি দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিলাম, তখন একদিন মাতামহী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'কমলা! তুমি এতদিন বালিকা ছিলে, সংসারের ভাল মন্দ কিছুই বুঝিতে না; এখন ঈশ্বরকৃপায় বড় হইয়াছ, সংসারের ভাবগতিক কিছু কিছু বুঝিতে শিখিয়াছ। তুমি আমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জান না। আমি বৃদ্ধা হইয়াছি, আর কত দিন বা বাঁচিব? এই সময় তোমার পিতা মাতার কথা কিছু জানিয়া রাখা উচিত, কারণ ভবিষ্যতে তোমার মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।'"

মাতামহী এই কয়েকটী কথা বলিয়া অনেকক্ষণ রোদন করিলেন; তাহার পর একটু স্থির হইয়া বলিলেন, "তুমি যখন তোমার মাতার গর্ভে, তখন তোমার পিতা তোমার মাতাকে অবিশ্বাসিনী ভাবিয়া দেশত্যাগী হয়। তোমার সতী লক্ষ্মী মাতা এই অপমান সহ্য করিতে না পারিয়া তোমার ভূমিষ্ঠ হইবার পর অকালে প্রাণ-ত্যাগ করে। তোমার পিতা পরে আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া, দেশে আসিয়া

তোমার অনেক অনুসন্ধান করে, কিন্তু আমি প্রাণপণে তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি। সে পাষণ্ডের হস্তে সমর্পণ করি নাই।"

আমার পিতা কোথায় কি ভাবে ছিলেন সমস্ত জানিয়া, অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া, মাতামহীকে বলিলাম, "পিতা যখন আমার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে আমার কথা আপনার বলা উচিত ছিল।"

মাতামহী আমার কথা শুনিয়া মহা-রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "যে পাষণ্ডের নির্ম্মম ব্যবহারে আমার অভাগিনী কন্যা অকালে মর্ম্মাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছে, আমি জীবন থাকিতে তাহার করে তোমায় সমর্পণ করিতে পারিব না। আমি কন্যাহারা হইয়া যে যাতনা পাইতেছি, সে নরাধমকে তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করাইব, তবে যদি তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়।" মাতামহী শোকে দুঃখে রাগে কাঁদিয়া ফেলিলেন। আমি আর আমার পিতার কোনও কথা উত্থাপন করিতে সাহস করিলাম না।

একটু স্থির হইয়া মাতামহী পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "তোমার মাতার চরিত্র সম্বন্ধে এ যাবৎ কোন কথা তোমাকে বলা হয় নাই। পাছে তোমার মনে সে বিষয়ে কোন প্রকার কুসংস্কার থাকিয়া যায়, সেই জন্য তোমার মাতার কতটুকু অপরাধ ছিল, তাহা এই স্থলে তোমাকে বলা উচিত। আমার দেবরের এক দুশ্চরিত্র জামাতা আমাদের স্বগ্রামে বাস করিত। তাহার যা কিছু বিষয় সম্পত্তি ছিল, সে সমস্ত উড়াইয়া দেয়। শেষে এমন অবস্থা হয় যে, তাহার পরিবারবর্গকে উপ-বাসে দিন কাটাইতে হইত। আমি দরিদ্র হইয়াও তাহাদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতাম। সেই জামাতা বামাচরণ, তোমার মাতার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ করিয়া কখন কখন অর্থ লইত। তোমার মাতা লজ্জাবশতঃ তাহার দারিদ্র্যের কথা তোমার পিতাকে জানাইত না। আমি জানিতে পারিয়া, বামাচরণকে একদিন তিরস্কার করিয়া বলিলাম, যদি অর্থ চাহিতে হয়ত হরকান্তের নিকট চাহিও, কমলার সহিত গোপনে সাক্ষাৎ কদাচ করিও না; কিন্তু বামাচরণ আমার কথায় কর্ণপাত করিল না। পূর্ব্বের ন্যায় আর এক দিন নির্জ্জনে তোমার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিছু অর্থ চায়। তোমার পিতা তোমার মাতাকে নির্জ্জনে বামাচরণের সহিত আলাপ করিতে দেখিয়া সন্দেহক্রমে যেমন নিকটবর্ত্তী হয়, বামা-চরণ হরকান্তকে দেখিবামাত্র অমনি লজ্জায় উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে। সে যদি পলায়ন করিয়া নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ না করিত, তাহাহইলে কোনও দুর্ঘটনা ঘটিত না। তোমার পিতা তোমার মাতাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একখানি পত্রে তাহার সন্দেহের কথা জানাইয়া দেশত্যাগী হইল।

আমি আমার কন্যার মুখে সমস্ত শুনিয়া ক্রোধে বামাচরণকে অনেক

তিরস্কার করিলাম। সে তখন নিজের নিবুদ্ধিতা বুঝিতে পারিয়া, অনেক দুঃখ প্রকাশ করিল—অনুতাপগ্রস্ত হইয়া তোমার পিতার অনেক অনুসন্ধান করিল। পরে কাশ্মীরে সাক্ষাৎ হইলে, তাহার নিকট সমস্ত ঘটনা শুনিয়া, তোমার পিতা দেশে ফিরিয়া আসিল, এবং তোমার জন্য বহু অনুসন্ধান করিল, কিন্তু আমি না দিলে তোমাকে পাইবার তাহার সাধ্য কি?"

অন্যান্য কথার পর মাতামহী, আমার মাতার একখানি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এবং আমার পিতা আমার মাতাকে তাঁহার নাম খোদিত যে অঙ্গুরীয়টী দিয়াছিলেন, তাহা আমাকে দিয়া বলিলেন,—

বৃদ্ধ অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কমলাকে বাধা দিয়া বলিলেন, "তুমি বোধ হয় সে অঙ্গুরীয় ও চিত্র নষ্ট কর নাই?"

কমলা বলিল, "না মহাশয়! কত সময় অনাহারে দিন গিয়াছে, তথাপি তাহা আমি বিক্রয় করি নাই। তাহাই আমার পিতা মাতার একমাত্র স্মৃতি।"

বৃদ্ধ যেন একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "তার পর?" "তারপর আর বেশী কিছু বলিবার নাই। আমাদের প্রতিবাসী পিতৃমাতৃহীন সমবয়ের একজন দরিদ্র যুবকের সহিত মাতামহী আমার বিবাহ দিলেন এবং কিছু দিন পরে মাতামহীর মৃত্যু হইল। মাতামহীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে এই শিশুটির জন্ম হইল। সুখে দুঃখে এক প্রকার সংসার চলিতেছিল, কিন্তু মহাশয়! আমি জন্মদুঃখিনী, দুঃখ ভোগ করিতেই আমার জন্ম হইয়াছে—আজ কয়েক দিবস হইল আমার সমস্ত সুখের শেষ হইয়াছে—'আমি অনাথিনী—পথের ভিখারিণী।'

(ক্রমশঃ)

নারী-চরিত।

লেডী মুর।

(৫২১ সংখ্যা—২৬৫ পৃষ্ঠার পর)

সার উইলিয়ম মুর যখন আলাহাবাদের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ছিলেন, তখন বেরিলী, পিলুভীৎ, বড়বাঙ্কী, লক্ষ্ণৌ, সাহাজানপুর এবং রোহিলখণ্ডের বহুস্থানে প্রবল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। লেডি মুর এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ প্রশমন জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতেন। তদ্ভিন্ন, দুই সহস্র টাকা মূল্যের গোধূম ক্রয় করিয়া ভদ্র গৃহের দুর্ভিক্ষপীড়িতা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে গোপনে গোপনে বিতরণ করিতেন। যে সমস্ত ভদ্র গৃহস্থের অন্তঃপুরিকা স্ত্রীলোকগণ লজ্জা বা মর্য্যাদা-হীনতার আশঙ্কায় পারিবারিক কষ্ট প্রকাশ্য ভাবে জানাইতে পারিত না, সুতরাং মনোবেদনা

মনোমধ্যেই পোষণ করিয়া রাখিত, লেডি মুর তাহাদিগকে গোপনে গোপনে সাহায্য করিতেন এবং সেই জন্যই দুই সহস্র টাকা মূল্যের গোধূম খরিদ করিয়া রাখিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি প্রতি দিবস গড়ে প্রায় অর্দ্ধশত পুরুষ ও রমণীকে "বাজরা" বা "মকাই" শস্যের রুটি এবং মটরের ডাউল খাওয়াইয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা করিতেন। প্রায় চারি মাস কাল ব্যাপিয়া তাঁহার এই সুবৃহৎ অন্নসত্র চলিয়াছিল। তদ্ভিন্ন অন্ধ, খঞ্জ, বধির, বৃদ্ধ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি প্রভৃতিও স্বতন্ত্ররূপে তাঁহার নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইত। লেডি মুর নিজের পরিচ্ছদ, বেশভূষা, অলঙ্কার, ভোগ-বিলাস, সুখস্বচ্ছন্দতা, আহার বা ধন-সংস্থান বিষয়ে এই সময়ে সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীনী ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া নিষ্কাম ভাবে, ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের সুখের প্রতি আদৌ দৃষ্টিপাত করিতেন না। কোন কোন দিন আহারের সময় অতি-বাহিত হইয়া যাইত; কোন কোন দিন রাত্রির শেষভাগে কেবল দুই ঘণ্টা কাল নিদ্রা যাইতেন। বাস্তবিক, ভারত-বর্ষে ইউরোপীয় রমণীদিগের মধ্যে ইহাঁর তুল্য গুণবতী ও পুণ্যবতী স্ত্রীলোক আর দৃষ্ট হয় নাই। ইনি নারী-রূপে দেবী ছিলেন; ইনি "লেডি মুর" রূপে সকলের মাতৃস্থানীয়া ছিলেন।

মহৎচরিত্র লেডি মূরের অনেক গুপ্ত দান ছিল। তাঁহার প্রকাশ্য দানের সংখ্যাও অল্প ছিল না। তাঁহার আর এক মহত্ত্ব এই ছিল যে, দুই জন ধনবান্ আত্মীয় (জমিদার, রাজা বা রাণী) পরস্পরে বিবাদ বা মোকদ্দমা করিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাহার মীমাংসা করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন।

আমরা তাঁহার একটী গুপ্ত দানের বিবরণ দিতেছি। এক সময়ে পেটাওয়া নগরীতে এক ধনবান্ ভদ্র লোকের বাটীতে রাত্রি কালে ভয়াবহ ডাকাইতি হইয়াছিল। পুলিশের লোকেরা এবং নগরীর অধি-বাসীরা সাহস করিয়া ডাকাইতগণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারে নাই। বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ডাকাইতি করিয়া নিশা শেষে যখন দস্যুগণ ক্লান্তদেহে পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, তখন সেই পল্লীবাসী এক ব্যক্তি সাহস করিয়া অত্যন্ত দৈহিক বল প্রয়োগে দুইজন ডাকাইতকে গ্রেপ্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদিগকে ধরিয়া রাখা অসম্ভব দেখিয়া তাহাদের নাকে ও মুখে এই সাহসী ব্যক্তি এমন সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া-ছিল যে, দস্যুদ্বয় রক্তাক্তকলেবর হইয়া ভূতলশায়ী হয়, এবং অবশেষে গ্রেপ্তার হয়। কিন্তু তৎক্ষণাৎ একটী প্রবল দস্যুর তরবারীর আঘাতে ঐ সাহসী ব্যক্তির মুণ্ডচ্ছেদ ও প্রাণত্যাগ হইয়াছিল। এই ব্যক্তি একজন নিরক্ষর ও দরিদ্র ধীবর ছিল; মৎস্য ধরিয়া ও তাহা বিক্রয়

করিয়া দুঃখে দিনপাত করিত। বিচারে দস্যুগণ যথোচিত দণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং সেশন জজসাহেবের সুপারিশে গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর ঐ দরিদ্র ধীবরের অনাথিনী বিধবাকে একশত টাকা মাত্র পুরস্কার দিয়াছিলেন। লেডি মুর একথা শ্রবণ করিয়া ঐ দরিদ্রা রমণীর নিকটে প্রতিমাসে তিনটি করিয়া টাকা প্রেরণ করিতে লাগিলেন। বহুবর্ষ কাল পর্য্যন্ত লেডি মুর ঐ বিধবাকে প্রতিমাসে এইরূপ দান করিতেন। মহিষী লেডী মুরের আর একটী সাধু কর্ম্মের কথা লিখিব। একদা তিনি শ্রবণ করিলেন একজন অতীব ধনবান্ হিন্দু জমিদার তাঁহার কুমারী কন্যার বিবাহোপলক্ষে প্রায় দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। অনুসন্ধানদ্বারা অবগত হইলেন এই দেড় লক্ষ টাকার অধিকাংশ বৃথা অপব্যয়িত হইয়া যাইবে। যে সকল বিষয়ের আদৌ আবশ্যকতা নাই, জমিদার মহাশয় সেই সকল বিষয় ও কার্য্যে রাশি রাশি টাকা ব্যয় করিতে অগ্রসর হইয়াছেন— বাইনাচ, খেমটা নাচ, পুতুল নাচ, সং সাজা, আতস বাজি প্রভৃতি কার্য্যেই অধিকাংশ টাকা ব্যয়িত হইবে। লেডি মুর ঐ জমিদারের সহধর্ম্মিণী ও মাতাঠাকুরাণীর সহিত স্বয়ং সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, এরূপ অপব্যয়ে অপরাধ আছে, অথচ লাভ কিছুই নাই। পাঠক ও পাঠিকারা শুনিয়া আনন্দিত হইবেন, প্রোক্ত ধনবান্ জমিদার মহাশয় ঐ টাকার অধিকাংশ দেশ-হিতকর পুণ্য কর্ম্মে দান করিয়াছিলেন। লেডি মুর মহাশয়া ঐ টাকা, দরিদ্রদিগের চিকিৎসালয়ে, হাঁসপাতালে ও কলেজে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন এক স্থানের জলকষ্ট নিবারণ জন্য ঐ টাকার কিয়দংশ ব্যয় করিয়া তিনি একটী সুন্দর কূপ খনন করাইয়া দিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষপ্রবাসিনী ইউরোপীয়া স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ বিলাসিনী, লেডি মুর তদ্রূপ ছিলেন না; বিলাস কি বস্তু, তাহা তিনি আদৌ জানিতেন না। সামান্য আহার ও সামান্য পরিচ্ছদেই তিনি পরিতুষ্টা থাকিতেন। অকারণে বেশভূষার আড়ম্বরে তিনি অর্থের অপব্যয় করিতেন না। তাঁহার স্বামী যখন পশ্চিমোত্তর প্রদেশের লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের মহোচ্চপদে অধিরূঢ় ছিলেন, তখনও তিনি সাধারণ গৃহস্থের কুলললনাদিগের ন্যায় দিনযাপন করিতেন। অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করা লেডি মুরের অভ্যাস ছিল। তিনি প্রাতঃকালে দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ করিতেন এবং ঔষধবিতরণের পূর্ব্বে অত্যন্ত ভক্তি ও একাগ্রতা-সহকারে পরমেশ্বরের পদারবিন্দ ধ্যান করিতেন। সায়াহ্নেও ঐ নিয়ম ছিল। ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিতে তিনি কখনও বিস্মৃতা হইতেন না। মহিষী লেডী মুর, কষ্টসহিষ্ণুতাকে এরূপে আয়ত্ত করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন যে, বিনা ছত্রাবরণে

বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রৌদ্রেও তিনি অনেক পথ পদব্রজে ভ্রমণ করিতে পারিতেন। সম্প্রতি ইংলণ্ডের একখানি মাসিক পত্রে জনৈক সুলেখক ইংরাজ ভারতবর্ষ-প্রবাসিনী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদিগের বিষয় আলোচনা করিতে করিতে লিখিয়াছিলেন "ভারতবর্ষে লেডি মুর ৩৮ বৎসরকাল বাস করিয়াও কোনও প্রকার কঠিন রোগে আক্রান্তা হয়েন নাই। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি তিনবার মাত্র শৈলাবাস করিয়াছিলেন এবং একবার মাত্র বিলাতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু শৈলে এবং ইংলণ্ডে তিনি অল্পদিন মাত্র অবস্থান করিয়াছিলেন। ভারতের জলবায়ু ইউরোপের লোকদিগের পক্ষে বিপরীত-ভাবাপন্ন বটে, কিন্তু লেডি মুর নিজগুণে তাহা নিজের উপযোগী করিয়া লইতে সমর্থা হইয়াছিলেন। তিনি কহিতেন, "মানব-শরীর এমন আশ্চর্য্য পদার্থ যে, সহাইয়া লইলে ইহাতে সকলই সহ্য হয়।" যাহাহউক, এরূপ পুণ্যবতী ও গুণবতী রমণী কেবল ইউরোপের গৌরবস্থল নহেন, সমগ্র পৃথিবীর রমণী সমাজের মহামূল্য অলঙ্কারস্বরূপ। দয়াময় ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করুন্ যেন ভারতবাসীর প্রত্যেক গৃহে লেডি মুরের ন্যায় রমণী জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতের মুখোজ্জ্বল করেন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

মানিনী।

(৫২১ সংখ্যা—২৬৯ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার আঁধার অপসারিত করিয়া নব চন্দ্র গগনমার্গে পরিভ্রমণ করিতেছেন। সঙ্গে অগণন তারকাবলী সুবিমল জ্যোৎস্না-রসে ধরা প্লাবিত করিয়া তুলিয়াছে।

মানিনী মহারাণীর অপেক্ষায় সম্মুখ-বাতায়নের পার্শ্বে বসিয়া ফুলরাশির ভূষণ রচনা করিতেছেন ও একমনে স্বীয় অদৃষ্ট-চক্রাবর্ত্তনের গতি চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে মহারাণী উপস্থিত হইয়া সহাস্যে কহিলেন,

"অয়ি সখী! তুমি এখনও মালা গাঁথিতেছ! তোমার এত পরিশ্রমের পুরস্কার কে দিবে?"

"দেবী! আমার রচিত মাল্যদামে আপনাকে সজ্জিত করিতে পারিলেই আমি পুরস্কৃত হইব" মানিনী কহিলেন।

মহারাণী নিজ-প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। তথায় মহারাজ অপেক্ষিত হইয়া বসিয়া

উভয়ের মিষ্টালাপ শ্রবণে কৌতূহলী হইতেছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র কহিলেন "কই প্রিয়ে! তোমার পুষ্পাভরণ কোথায়?"

মহিষী ঈষদ্ধাস্য করিয়া কহিলেন "মহারাজ! অপেক্ষা করুন, এখনি আপনার বক্ষে শোভা পাইবে"।

মালিনী কুসুমপাত্রহস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হইয়া মহিষীর আদেশের অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাণী সুদেষ্ণার পূর্ব্বেই মহারাজের দৃষ্টি কুসুম-পাত্র-বাহিনীর উপর পড়িল। মহারাজ সুবাসিত কুসুমদলের সৌরভে ও অনিন্দিত রূপ-রাশির আলোকে কথঞ্চিৎ বিবশ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু মহারাণী সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মহারাজের আকৃতি দেখিয়াই ঐ অস্বাভাবিক ভাব উপলব্ধি করিলেন এবং পুষ্পাভরণ মালিনীর হস্ত হইতে লইয়া তাহাকে সস্নেহ আলিঙ্গন দিয়া বিদায় দিলেন। পরে কহিলেন "মহারাজ! প্রথম অর্ঘ্য দেবতার চরণে দিব।" এই বলিয়া সৌরভিত মালা গাছি মহারাজের গলদেশে শোভিত করিয়া দিলেন।

তখন রাজা সুদেষ্ণাকে বাহুবেষ্টনে পুরস্কৃত করিয়া কহিলেন "অয়ি শোভনে! যেমন সুগন্ধি কুসুম, তদুপযুক্ত নিপুণতা সহকারে গ্রথিত হইয়াছে। শিল্পীকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"

সত্যের সমাদর সকলকে সর্ব্বস্থানেই করিতে হয়, তথাপি রাণী নারীজন-সুলভ দৌর্ব্বল্য বশতঃ সে স্থলে তুষ্ণীম্ভাব ধারণ করিলেন। মহারাজ বিরাটের ভাবের পরিবর্ত্তন হইল, তিনি মহিষীকে পুষ্পাভরণে সাজাইতে লাগিলেন—মালার ও মালিনীর প্রশংসা ছাড়িয়া যাহার অঙ্গে শোভা পাইতেছে, তাহারই রূপ-বর্ণনায় নিযুক্ত হইলেন—নভোমণ্ডলের পট নীলিম না হইলে চন্দ্র তারকার দ্যুতি প্রকাশিত হইত না।

এতক্ষণে মহিষী কহিলেন "মহারাজ! আপনি গুণগ্রাহী, তাই, নতুবা সৌন্দর্য্যই মানুষের চক্ষে প্রথমেই আধিপত্য বিস্তার করে, বিশেষতঃ পুরুষেরাই রূপ-গ্রাহিতা ও নারীগণ গুণগ্রাহিতা-শক্তির বিশেষ পরিচয় দিয়া থাকেন। এই মালিনী অতি শ্রেষ্ঠকুলোদ্ভবা রমণী, আমি ইহাকে অতি সমাদর ও সসম্ভ্রমে রাখিয়াছি। সতীই সতীর ধর্ম্ম রক্ষা করেন। মহারাজ রাণীর বাক্যে অনুমোদন করিয়া কহিলেন "মহিষী! তোমার উপযুক্ত বাক্য বলিয়াছ। আমিও তোমার সহচরীকে সর্ব্বথা সম্মান করিতেছি, তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রভাতা হইল, রাজ-অন্তঃপুরস্থ সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে পুনরায় নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু মহিষী দীর্ঘ কাল শয্যা-ত্যাগ করিলেন না। সকলেই উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে মালিনী সাহসে ভর করিয়া

মহারানীর শয্যা সন্নিধানে গিয়া অতি বিনীত ভাবে কহিলেন :—

"মহিষী! অদ্য কি আপনার সুকোমল অঙ্গে কোনও পীড়া জন্মাইয়াছে?"

সুদেষ্ণা ক্ষীণস্বরে কহিলেন "সখী! কল্য সন্ধ্যার পর উদ্যানভ্রমণে শীতলতা অনুভব করিতেছি। তুমি যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার ভ্রাতার আবাস হইতে কিঞ্চিৎ উষ্ণ পানীয় লইয়া আইস, তাহা হইলে প্রতীকার প্রাপ্ত হই।"

এই আদেশে মানিনী করযোড়ে কহিলেন "আমি শরণাগত ও আশ্রিত, অতএব আশা করি আমার নিবেদন গ্রাহ্য করিবেন। আমার অন্তঃকরণ সেখানে যাইতে সঙ্কুচিত হইতেছে"।

এই কথায় মহিষী বিশেষ কর্ণপাত করিলেন না—নীরবে রহিলেন।

মানিনী কর্ত্রীর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া নিঃশব্দে আদেশ প্রতিপালনে বাধ্য হইলেন। যেরূপ কপোতী ব্যাধের সম্মুখীন হইলে তাহার হৃৎপিণ্ডে পীড়া জন্মায়, মানিনী মহিষী-অনুজের সদনে তদবস্থায় উপনীত হইলেন।

যুবক সহসা বিনা আয়াসে দরিদ্রের ধন প্রাপ্তির ন্যায়, রাজ্ঞী-প্রেরিত সখীকে দেখিয়া পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া কহিল,—

"অয়ি রম্যে! তোমার শুভ আগমনে অদ্য আমার সুপ্রভাত হইল। কি আজ্ঞা কর দাসের প্রতি? এ গৃহ তোমার বলিয়া গ্রহণ কর। তোমার এ অতুলনীয় রূপলাবণ্য-যোগ্য পদ আমার ভগ্নী তোমাকে প্রদান করিতে পারেন নাই। আমার ধনসম্পত্তি মণিমাণিক্যের অধীশ্বরী হইয়া এই সমৃদ্ধি ভোগ কর ইহাই প্রার্থনা"।

লোলুপ শৃগালের ন্যায় আকৃতি প্রকৃতি-বিশিষ্ট যুবকের উক্ত প্রলোভনীয় অশুভ বাক্যের কোনও উত্তর না দিয়া, ভীত কম্পিত অন্তঃকরণে মানিনী কেবল কহিলেনঃ—

"রাজমহিষী অসুস্থা, সত্বর পানীয় লইয়া যাইতে আদেশ করিয়াছেন, তাঁহার কার্য্য সম্পাদন অতি সত্বর আবশ্যক"। তদুত্তরে যুবক কহিল "অয়ি মধুরভাষিণি! ইহা অন্য পরিচারিকা দ্বারা এখনি সমাধা হইবে।"

এই বলিয়া ধৃষ্ট রাজশ্যালক মানিনীর করস্পর্শে উদ্যত হইল। তখন তিনি কুপিতা ফণিনী-তুল্যা রোষ-কষায়িত লোচনে অতি কর্কশ স্বরে কহিলেন "রে দস্যু! জানিস না আমি মনে মনেও ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ করি না, সেই শুদ্ধধর্ম্ম তোকে হনন করিতে পারে"।

যুবক তেজস্বিনী জ্যোতির্ম্ময়ী মানিনীর উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়াও নিরস্ত না হইয়া তদীয় উত্তরীয় অঞ্চল আকর্ষণ করিল এবং অসহায়া অবলা জ্ঞানে বলপ্রয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

মানিনী বিষম বিপদে নিপতিত। এ সময় কোথা হইতে তাঁহার প্রাণে সময়োচিত মহাবল ও সাহস আবির্ভূত হইল— তিনি বীরবালার ন্যায় যুবককে ভূমে

নিক্ষেপ পূর্ব্বক উর্দ্ধশ্বাসে স্খলিতকেশা ও রোরুদ্যমানা হইয়া রাজসমীপে উপনীত হইলেন ও তাঁহার দোহাই দিয়া তাঁহার শরণ লইলেন। কিন্তু ভীষণ পাপমনা যুবক ছিন্ন বিটপীর ন্যায় ভূতলে পড়িয়াও আবার আক্রমণার্থ উঠিল। রমণীর লাঞ্ছনায় অধিকতর অপমানিত হইয়া পড়িল, এজন্য জিঘাংসা আরও প্রবল হইল। উন্মত্তের ন্যায় অন্ধ ভাবে মানিনীর পশ্চাদনুসরণ করিয়া মহাসভাস্থলে তাহাকে পদাঘাত করিল। পদাঘাত করিয়া সবেগে প্রস্থান করিতেছিল, কিন্তু পারিল না; তৎক্ষণাৎ রাজসমীপে ভীষণ বিদ্রোহিতা অপরাধে, বাতুল বলিয়া নির্দ্দেশিত হওয়াতে দুই জন বলবান্ রক্ষীদ্বারা কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। মানিনী পতিত হইবা মাত্র মূর্চ্ছাপন্ন অবস্থায় অন্তঃপুরে নীতা হইলেন।

এই সংবাদ রাষ্ট্র মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পড়িল, মহারাজের শাসনেরও দুর্নাম ঘটিল।

এ দিকে মহিষী স্বীয় সহোদরের আচরণে নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। তাহাকে বিষম কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখা অসহনীয় হইয়া উঠিল, সুতরাং মহারাজের নিকট অনুনয় বিনয় করিয়া ভ্রাতার মুক্তিসাধন করিলেন। কিন্তু মানিনীকে কোথায় বিসর্জ্জন দিবেন, তাহা আর ভাবিয়া কুলাইতে পারেন না। উহার রূপগুণে এমন আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন যে রমণীজনোচিত কোমল প্রাণ সে প্রেম—সে মায়া হইতে বিযুক্ত হইতেও দুঃখ অনুভব করিতে লাগিল, অথচ এরূপ অশান্তি ও অধর্ম্ম আশঙ্কায় আকুল হইতে লাগিলেন।

মানিনী মর্ম্মপীড়িতা হইয়া বাত্যা-বিক্ষোভিত কুসুমতুল্য পরিম্লান ভাবে কালযাপন করেন। তাঁহার প্রাণে যেন সদাই অশান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। এই বিমর্ষভাব অপনোদনের জন্য,রাজপুত্রী উত্তরা স্বীয় মাতাকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া মানিনীকে কহিলেন—

"অয়ি ভগিনী! তুমি একদিন আমার নাট্যশালায় চল, আমি কেমন সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছি, তোমাকে শুনাইব।"

মানিনী প্রথমে অস্বীকার করিলেন, পরে রাজপুত্রী দ্বারা বারম্বার অনুরুদ্ধ হইয়া তাহার সমভিব্যাহারিণী হইলেন।

বৃহন্নলা নামক একজন গীতবাদ্য-বিশারদ শিক্ষক রাজপুত্রীর জন্য নিযুক্ত ছিলেন। উহার আকৃতি প্রকৃতি দেখিলে যেন কোনও সৎকুলসম্ভব মহান্ চরিত্রবান্ ব্যক্তি বলিয়া অনুভূত হয়।

মানিনী রাজপুত্রীর সহিত নাট্যশালায় গিয়া নীরবে এক পার্শ্বে বসিয়া থাকেন। আবার যখন উত্তরা প্রস্থান করেন, তখন তদনুসরণ করেন।

এইরূপে কিছুদিন অতিক্রান্ত হইল। রাজশ্যালক কারামুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্তের দুর্দ্দমনীয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইল না। সে মানিনীর আশা ছাড়িতে পারে না—সে সর্ব্বদাই স্বীয় দুরভিসন্ধি

পরিপূরণের চেষ্টা করিয়া বেড়ায়। অবশেষে মানিনীর নাট্যশালায় গমনাগমন সংবাদ সংগ্রহ করিল। এবার সিদ্ধান্ত করিল রাজপুত্রীর সঙ্গীতশিক্ষকের সহায়তায় অতিসাবধানে এ কার্য্য নির্ব্বাহ করিবে। একদিন উত্তরার গীত অভ্যাসের পর যখন উহারা উভয় সঙ্গিনী প্রস্থান করিলেন,—তৎকালে সে বৃহন্নলার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল—

"মহাশয়! আপনার সঙ্গীতচর্চ্চায় এই নগরশুদ্ধ সকলেই মুগ্ধ হইয়াছে। অত্রত্য সম্ভ্রান্তবংশীয়া কুমারীরাও সাগ্রহে আপনার নিকট শিক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছে শুনিলাম। এক্ষণে রাজপুত্রীর সহিত মানিনীর যাতায়াত শুনা যায়, তিনিও কি আপনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন?"

বৃহন্নলা রাজ-সম্বন্ধীর মুখে মানিনীর নাম শ্রবণমাত্রেই বিচলিত হইলেন। তিনি পূর্ব্বঘটনাসকল পরিজ্ঞাত ছিলেন, তথাপি মনোভাব গোপন রাখিয়া কহিলেন "হাঁ, তা তিনিও শিখিতে পারেন বৈকি। আমি রাজাকর্ত্তৃক যখন এই কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইয়াছি, তখন সকল পুরনারীগণ আমার নিকট অবাধে শিক্ষা লইতে পারেন।"

যুবক কহিল "আপনি কি উহার কিছু পরিচয় অবগত আছেন? সে ত একটা সৈরিন্ধ্রী, আপনি আবার কেন তাহাকে পুরনারী আখ্যা দিতেছেন? যাই হোক স্ত্রীলোকটীর কি অনিন্দনীয় রূপ, ইহা কে না স্বীকার করিবে? যদি অমন সুরূপা কাহারও গৃহলক্ষ্মী হইত, তবে পথে পথে ভিখারিণী হইয়া রূপভার ও দারিদ্র্যভার বহিয়া বেড়াইতে হইত না। কি বলেন?"

বৃহন্নলা শিক্ষক বুঝিলেন এবং তাহার মনোগত অভিপ্রায় জানিবার জন্য কহিলেন, তাইত আপনার অনুমান কি বৃথা হইতে পারে?

তখন যুবক আশাযুক্ত স্বরে—"আপনার সঙ্গে এখানে আলাপ পরিচয় বিলক্ষণ হইয়াছে যেন বোধ হইতেছে। আমার মনে হয় রূপের গৌরবগর্ব্বিতা জানেন আমাকে কেমন কপটাচরণে রাজদ্বারে অবমানিত করিয়াছেন। আপনি সাবধান!" এই আলাপ করিতে করিতে বৃহন্নলার রাজ-সদনে প্রাত্যহিক সংবাদ দিবার সময় উপস্থিত হইল, তিনি প্রস্থান করিলেন।

(ক্রমশঃ)

খুল্লনা।

(৫২১ সংখ্যা—২৭৩ পৃষ্ঠার পর)

খুল্লনা অতিকাতর বাক্যে দুর্ব্বলাকে ইছানীতে গিয়া পিতামাতার নিকট আত্ম-দুঃখ জ্ঞাপন করিবার জন্ত অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন। দুর্ব্বলা অস্বীকার করিল।

আপনার সুবিধামত সময়ে ইছানীতে গিয়া খুল্লনার মাতা রম্ভাবতীর সহিত সাক্ষাৎ ও করিল, কিন্তু অনেক কাজে বড়ই গলদ করিল ; খুল্লনার দুঃখের কথা জানাইল বটে, কিন্তু এমন একটী কথা তাহার উপর অলঙ্কার দিল যে তাহা এক কলস দুগ্ধে একবিন্দু গোমূত্রের ন্যায় কাজ করিল! দুর্ব্বলা বড়ই কূটবুদ্ধি, সুখের সদাগর-গৃহে দুঃখের বাতি জ্বালিয়া দিল। সরলা খুল্লনা বালিকা—তখনও সংসারের গূঢ়তত্ত্ব বুঝিতে পারেন নাই—লোক-চরিত্র আলোচনা করেন নাই, তাই দুর্ব্বলাকে বিশ্বাস করিয়া, তাহাকে দিয়া মাতা পিতার নিকট আত্মদুঃখ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দুর্ব্বলা ইছানীতে গিয়া রম্ভাবতীকে খুল্লনার দুঃখের সকল কথাই বলিল, বলিয়া,বেশীর ভাগ বলিল—

"ছাগল রক্ষণে যদি তুমি কর বাদ।
তোমার জামাতা লয়্যা পড়িবে প্রমাদ ॥"

জামাতার বিরাগ-ভয়ে রম্ভাবতী কন্যার দুঃখ-প্রতীকারে যত্নবতী হইতে পারিলেন না। আবার খুল্লনার নিকট দুর্ব্বলা আসিয়া বলিল,—

"কহিলা দুর্ব্বলা তারে সব বিবরণ।
গিয়াছিলাম তোমার বাপের নিকেতন ॥
একত্র আছিলা বসি তোমার পিতামাতা,
তাহা সবাকার স্থলে কহিনু সব কথা।
শুনি ভাল মন্দ না বলিল লক্ষপতি,
মৌন করি রহিল জননী রম্ভাবতী ॥*
দেখিনু তোমার পিতা বড়ই কৃপণ,
দিলেন তোমার তরে কড়ি চারিপণ ॥
এমন শুনিয়া রামা ছাড়য়ে নিশ্বাস।
পাতালে প্রবেশি যদি পাই অবকাশ ॥"

দুর্ব্বলা বড়ই চতুরা—একথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কিরূপে পরের ঘর গড়িতে ভাঙ্গিতে হয়, সে তাহা ষোল আনা রকমে বুঝিত। খুল্লনার মনে সে এরূপ নির্ব্বেদ জন্মাইয়া দিল যে তাঁহার মাতাপিতার নাম স্মরণ করিতেও তাহার ঘোরতর পরিতাপ জন্মিত।

দুর্ব্বলার উপদেশ মত খুল্লনা ছাগ-রক্ষণে স্বীকৃতা হইলেন। লহনা প্রতিদিন প্রাতঃকালে এক একটী করিয়া অনেকগুলি ছাগ ছাগী গণিয়া দিত। সেকালের বণিক্-গৃহে ছাগ পুষিবার রীতি যে প্রচলিত ছিল, তাহা লহনার ব্যবহারেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। সমস্ত দিন ধরিয়া ছাগ চরাইয়া সন্ধ্যাকালে খুল্লনা গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, লহনা ছাগগুলিকে গণিয়া লইয়া কচুপাতায় তাঁহাকে কদন্ন খাইতে দিত, লবণ-হীন ব্যঞ্জন, শাক সবজী বই আর কিছু মিলিত না—খুল্লনা পিতামাতার অতি আদরের কন্যা—বাল্যাবধি কস্মিন্ কালে তাঁহার এরূপ কষ্ট অভ্যস্ত ছিল না। আহারাদি করিয়া তিনি কোনও দিন ঢেঁকিশালে, কোনও দিন বা ছাগশালায় শয়ন করিতেন। এইরূপ দুঃখকষ্টে খুল্লনার দিন যায়। ক্রমে বসন্ত কাল উপস্থিত হইল।

* খুল্লনার মাতা কিন্তু দুর্ব্বলাকে দিয়া নানাধন বস্ত্র পাঠাইয়াছিলেন,—

"দুর্ব্বলার হাতে ঝিয়ে কৈল সমর্পণ।
বিদায় দিলেন তারে দিয়া নানাধন ॥

নবযৌবন-সম্পন্না খুল্লনার পতি-বিরহ-বিষাদ প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। তিনি উন্মত্তের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—অশোক কিংশুক প্রভৃতি আরণ্য তরুগুলিকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলেন। ভ্রমর ভ্রমরী, কোকিল কোকিলা প্রভৃতি যে কোনও জীবকে দেখিয়া তিনি আপনার বিরহবেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আলু থালু বেশ, শিথিল কবরী, চীর-পরিহিতা স্বামি-বিরহে আত্মহারা পাগলিনীর ন্যায় কখন আর্ত্তনাদ করিতেন, কখন সকরুণ স্বরে ক্রন্দন করিতেন, কখন বা স্পন্দহীন জড় পদার্থের ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়া মৃতবৎ অবস্থিতি করিতেন। এই অসহায় অবস্থায় তাঁহার এমন কেহ ছিল না যে উপযুক্ত যত্ন লয়। খুল্লনা সম্রান্ত গৃহস্বামীর সহধর্ম্মিণী; স্বামী সকাশে থাকিলে আজি তিনি ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, পাণ্ডবের দ্রৌপদী, অথবা অনিরুদ্ধের উষা অপেক্ষা অল্প আদরের নহেন। খুল্লনার স্বামি-সন্দর্শন-সুখ ঘটিয়াছিল—সে সুখের আস্বাদগ্রহ ঘটে নাই। জীবনে বসন্তের ঐশ্বর্য্য-সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা স্ফূর্ত্তি পায় নাই—খুল্লনা বড় অভাগ্যবতী, তাই তাঁহার প্রথম যৌবনে সুখের হাট বসিতে বসিতে, বসিতে পায় নাই।

এইখানে কবি মুকুন্দরাম এক নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়া খুল্লনা-জীবনের দুঃখের প্রতীকার বিধান করিলেন। গ্রীষ্মকালে, দিবা দ্বিতীয় যাম অতীত, মাঠে ঘাটে পথে রৌদ্র যেন অগ্নিবৃষ্টি করিতেছিল। খুল্লনা ছাগলগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া মাঠের মধ্যে একটী বৃক্ষতলে নিদ্রা যাইতেছিলেন। এমন সময়ে দেবী ভগবতী সহচরী জয়া বিজয়া ও পদ্মা সঙ্গে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। পরমা ভগবতী দেবকন্যা সদৃশ খুল্লনাকে চীর-পরিহিতা ও নিরাভরণা দেখিয়া সহচরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "পদ্মা, একি আশ্চর্য্য ব্যাপার—ইহার কোনও তথ্য জানকি?" পদ্মা তখন সকল কথা খুলিয়া বলিয়া খুল্লনার যথেষ্ট উপকার করিলেন। পদ্মা বলিলেন,—"মা, মনে হয় না—এই কন্যাই স্বর্গ বিদ্যাধরী রত্নমালা, ইন্দ্রের নর্ত্তকী? দেবসভায় নৃত্য করিবার কালে আপনিই উহাকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্ত্যে আনিয়াছেন। এখন সপত্নী-নিগ্রহে খুল্লনা যার পর নাই নিগৃহীতা, তাহার কোনও সদুপায় করা আবশ্যক হইয়াছে।"

দেবী ভগবতী তরুতলশায়িনী নিদ্রিতা খুল্লনার শিয়রে মাতৃবেশে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—"মা খুল্লনা, তোমার দুঃখ দেখিয়া মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইতেছে তোমার সর্ব্বশীনাম্নী ছাগী বুঝি শৃগালে খাইয়াছে, না জানি আজি তোমার সপত্নী লহনা তোমাকে কতই যন্ত্রণা দিবে!"

প্রকৃত প্রস্তাবে সর্ব্বশী ছাগীকে শৃগালে ভক্ষণ করে নাই—দেবী স্বয়ং তাহাকে লুকাইয়া রাখিলেন—আর নিকটবর্ত্তী সরোবরে আটটী বিদ্যাধরীকে আপনার ব্রতে নিযুক্ত করিলেন। দুঃখের উপর দুঃখ দিয়া সাধকের মন পরীক্ষা করা অভীষ্ট

দেবতাদের যেন অবশ্যকর্ত্তব্য. তাহা না করিয়া তাঁহারা ভক্তের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিতে যেন নিতান্ত নারাজ, পুরাণাদি পাঠে ইহাই জানিতে পারা যায়। দেবী ভগবতীও এই চিরন্তন নিয়মের ব্যভিচার ঘটাইলেন না।

খুল্লনার নিদ্রাভঙ্গ হইল—তিনি চারি দিক্‌ চাহিয়া দেখিলেন, মাতা রম্ভাবতীকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তাঁহার দুঃখাবেগ দ্বিগুণ প্রবল হইয়া উঠিল, কিছুতেই সম্বরণ হইল না। তাঁহার শোকোক্তি বড়ই মর্ম্মন্তুদ—

'জলে ঝাঁপ দিই যদি, শুকায় অগাধ নদী,
অভাগীরে বাঘে নাহি খায়।
ভুজঙ্গ করিলে কোলে, সেই নাহি মুখ মেলে.
নিদারুণ প্রাণ নাহি যায়।"

কবি কি চিত্তস্পর্শিনী ভাষায় খুল্লনার মনের দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। অবস্থা ভাবিয়া দেখিলে তাঁহার মত দুঃখিনী যেন সংসারে আর কেহই নাই।

খুল্লনা পাহাড়ে উঠিলেন, বনে জঙ্গলে অনেক অনুসন্ধান করিলেন, সর্ব্বশী ছাগী কোথাও মিলিল না। সরোবরে দেবকন্যাগণ স্নান পূজা করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতেও সন্ধান পাওয়া গেল না বটে, কিন্তু দেবকন্যাগণ তাঁহার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। তিনি অকপট ভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া দুঃখের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিলেন, আর এ কথাও জানাইলেন যে, যদি ছাগী না পান, তাহা হইলে জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিবেন।

দেবকন্যাগণ খুল্লনাকে একে একে আপনার আপনার পরিচয় দিয়া তাহাকে বলিলেন যে তাঁহারা সকলে মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করিবার জন্য মর্ত্ত্যে আগমন করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবারে, শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে সংযতমনে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিলে বিপদ হইতে উদ্ধার ঘটে, শোক তাপ দূর হয়, যে যাহা চায়, সে তাহা পায়। দেবকন্যাগণ পূজার উপকরণ ও পরিধানের জন্য দিব্য বস্ত্র দিয়া তাঁহা দ্বারা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করাইলেন। খুল্লনা প্রীতি-ভক্তি-সহকারে দেবীর পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে দেবী সুপ্রসন্না হইলেন; ব্রাহ্মণীর বেশধারণ করিয়া তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—"কেন তুমি মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিতেছ? তিনি বড়ই নিদয়া।" এই কথা শুনিয়া খুল্লনা রোদন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণী চতুর্ভুজা মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"খুল্লনা তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, সেই বর চাহিয়া লও; তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিব। তুমি প্রতি মঙ্গলবারে অষ্ট তণ্ডুল ও দূর্ব্বা দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া তদ্দারা আমার পূজা করিবে।"

খুল্লনা পরিচয় চাহিলে দেবী তখনই আপন পরিচয় দিয়া বলিলেন "আমি দুর্গতিহারিণী মঙ্গলচণ্ডিকা।"

তখন বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে খুল্লনা

দেবীর বিশ্ববিমোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করিয়া বলিলেন—"মা এই বর চাই যেন দুসন্ধ্যা দুমুঠা খাইতে পাই, আর ছাগল হারাইলে খুঁজিয়া পাই।"

দেবী বলিলেন—"খুল্লনা, উহা অতি সামান্য কথা—তুমি প্রধানা ও পুত্রবতী হইবে।"

খুল্লনা—"স্বামী বিদেশস্থ, মা কিরূপে পুত্রবতী হইব?"

দেবী সে কথার উত্তর করিলেন না—হাসিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে খুল্লনার ছাগগুলি সমস্ত সেইখানে সমবেত হইল, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশীও ছিল। সর্ব্বশীকে দেখিয়া খুল্লনা সাগ্রহে আলিঙ্গন দিয়া কতই ধন্যবাদ করিলেন—"সর্ব্বশী! তোমার কল্যাণে মা জগজ্জননী মঙ্গলচণ্ডিকার সাক্ষাৎকার মিলিল, জন্মজন্মান্তরে যেন তোমাকে চরাইতে পাই।"

দেবী খুল্লনাকে পুনঃ পুনঃ মনোমত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তখন তিনি তাঁহার নিকট এইমাত্র বর প্রার্থনা করিলেন—"মা, তোমার শ্রীপাদপদ্মে যেন আমার মতি থাকে।"

সাধকমাত্রেই এই পরা ভক্তির ভিক্ষুক—ভক্তি ভিন্ন ভগবান্‌কে লাভ করা যায় না। এজন্য তাঁহারা অকিঞ্চিৎকর পার্থিব বিষয় বৈভব ধনৈশ্বর্য্য কিছুই প্রার্থনা করেন না। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ ইহার নিকট কিছুই নয়। খুল্লনা সম্ভ্রান্ত বণিক্-জাতীয়া—অশিক্ষিতা নহেন, দৈব-দুর্ব্বিপাকে দুর্দ্দশান্বিতা, নতুবা তিনি প্রাকৃত স্ত্রীলোকের ন্যায় নির্ব্বোধ ছিলেন না।

দেবী ভগবতী ইহাতেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি লহনার নিদ্রিতাবস্থায় তাহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন। তাহাতেও তৃপ্তি লাভ না করিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভয় প্রদর্শনেও ক্ষান্ত হইলেন না। রাত্রি শেষ হইয়াছে, স্বপ্নবৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া লহনার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল,—দুর্ব্বলাকে ডাকিয়া উপদেশ জিজ্ঞাসা করিল—গত কল্য হইতে যে খুল্লনা ঘরে আসে নাই—তাহার কি হইল, সে কোথায় গেল? হয়ত অভিমানে তনুত্যাগ করিল! বিষম চিন্তার বিষয়, এখন উপায় কি?—অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া না জানি কি বিসদৃশ কাজই করিয়া বসিয়াছি। স্বামী আসিয়া তাহার কথা জিজ্ঞাসিলে কি বা উত্তর করিব? এইরূপ ও অন্যরূপ অনেক চিন্তাই তাহার মনোমধ্যে উদিত হইল, স্বপ্নের কথাও সমস্ত বলিল।

তখন আর দুর্ব্বলার যুক্তি পরামর্শের অপেক্ষা না করিয়া লহনা স্বয়ং খুল্লনার উদ্দেশে গৃহ হইতে বহির্গত হইল। অপরিণামদর্শিতার ফলই এইরূপ। লহনার সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, পথিমধ্যেই খুল্লনার দেখা পাইল—সপত্নীকে দেখিবা মাত্র লহনা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিল, অতঃপর তাহার উপর আর কোনও অত্যাচার হইবে না, তাহাও জানাইল। খুল্লনা শুদ্ধান্তঃকরণা—সুশীলা, লহনার অনুতাপ-

বাক্য শ্রবণে তাঁহার চরণে ধরিল—দুই সতীনে কলহ মিটিল। লহনা হরিদ্রা কুঙ্কুম আনিয়া খুল্লনার সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া তাহার বরাঙ্গের আবিলতা দূর করিল, স্নান করাইয়া সুন্দর বস্ত্র পরিধান করাইল, আদর যত্নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি রহিল না। পঞ্চাশ ব্যঞ্জন অন্ন প্রস্তুত করিয়া দুই সপত্নীতে একত্র আহার করিল।

(ক্রমশঃ)

প্রাণিজগতের আশ্চর্য্য।

পেলমেল গেজেটে কোনও প্রাণি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত লিখিয়াছেন ব্লাকবরন্ নগরে কোনও মহিলার বিড়াল একটি ইন্দুরছানাকে মাই দিয়া প্রতিপালন করিয়াছে। বিড়ালীর নিজের শাবক সত্ত্বেও অন্য জীবের সন্তানের প্রতি এইরূপ মাতৃস্নেহ আশ্চর্য্য! মহাত্মা গ্লাডষ্টোন লিখিয়াছেন, "আমার একটি (Jill) নকুলী আপনার শাবককে হত্যা করিয়া একটি ইন্দুরকে স্তন্য দিয়া প্রতি-পালন করিয়াছে।" ইহা প্রসিদ্ধ যে কোনও স্তন্যপায়ী পশুমাতার শাবক মরিয়া গেলে সে কিছু কালের জন্য পাগল হইয়া উঠে এবং যাহাকে পায়, তাহাকেই স্তন্য পান করায়। আমি দেখিয়াছি একটি শ্যেন পক্ষী হংসশাবকদিগকে পালন করিয়াছে; একটী খরগোষ একটী পায়রার ডিম ফুটাইয়াছে; একটী কুকুর একটী মেষশাবককে স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছে, এবং তাহাকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লইয়া বেড়াইয়াছে; একটী বিড়াল একটী খরগোষ-শাবককে স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছে। একটী কুকুর চারিটি খরগোষ-শাবককে স্তন্য দিয়া পালন করিয়াছে। একটী বিড়ালের শাবক মরিলে সে এক মাইল দূরের এক গৃহ হইতে বিড়াল-শাবক আনিয়া প্রতি পালন করিয়াছে।

অমলা।

(৫২০ সংখ্যা—২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

অমলা। এই মেলায় ৪।৫ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে কে একজন তোমার দাদার নাম ধরে ডাকলে, আর বল্‌লে "ওরে ও শীঘ্র চলে আয়, না হলে কোনও ব্যাঘাত ঘটিতে পারে।" আমি ভাবলেম হয়তো তিনি কোনও রকমে এখানে এসে পড়েছেন; তাই তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়েছিলেম। আমি তাঁদের নিকটে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই তাঁরা একটা নদী পার হয়ে গেলেন, আমার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হলো না।

আমার নিকট পয়সা না থাকায় নৌকার মাঝী আমাকে পার করে দিলে না ; কি করি অগত্যা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

অমিয়। বল কি! তার পর!

"তারপর সেই ব্রাহ্মণেরাই এসে আমায় তীরে উত্তোলন করেন।"

"তারপর কি হলো?

"তাঁদের নিকট একটা শুভ সংবাদ পেলাম।"

অমিয় শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন "কি বৌদিদি?"

"ওঁদের নিকট সংবাদ পেলেম যে, শীঘ্রই নবদ্বীপে ধুলটে খুব বড় একটা মেলা হবে ; অসংখ্য লোক আসবে ; আর নানা দেশ হতে অনেক ভাল ভাল সন্ন্যাসীও সেখানে আসবেন।

"বৌদিদি, সন্ন্যাসীরা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান সব কথা বলতে পারেন ; তাহলে চল আমরা সেখানে যাই।"

"আমিও সেখানে যাব ভাবছি।"

"কবে যাবে?"

"ধুলোটের সময়।"

"ধুলোট কখন হয়?"

"মাঘী সপ্তমীতে।"

"তাহলে তো আর বেশী দিন নাই।"

"না ; আর দিন কয়েক মাত্র।

"এ কয় দিন কোথায় থাকবে?"

"তোর যদি মত হয়তো একটা উপায় আছে।"

"তোমার মত হয়তো আমার অমত হবে কেন? কোথায় থাক্‌বে?

"বেলপুকুরে।"

"সে কোন্ দিকে?"

"এখান হতে প্রায় এক ক্রোশ হবে। ঠিক্ উত্তরে।"

"তুমি ও গ্রামের সন্ধান পেলে কেমন করে?"

"ঐ যে ব্রাহ্মণদের কথা বলছিলেম, তাঁদের বাড়ী ঐ গ্রামে ; ওঁরা বেশ ভদ্রলোক বলে বোধ হয়।"

"তুমি কি তাঁদের সঙ্গে যেতে চাও?"

"তুই কি বলিস?"

আমি আর কি বলব? তবে পুরুষের সঙ্গে যাওয়া ভাল বলে বোধ হয় না ; কোন রকমে টের পেলেও পেতে পারে ; তুমি ও বিপদে পা দিও না ; আমাদের ভাগ্য দেখতে তো পাচ্ছ ; বরং চল, পথ জিজ্ঞাসা করে নবদ্বীপেই যাই। এখন বেলেপুকুর গিয়ে কাজ নি।"

"তাঁরা আমাদের জন্য অপেক্ষা কচ্ছেন।"

"কেন?"

"আমাদিগকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন বলে।"

ঐতো সর্ব্বনাশের গোড়া ; নিশ্চয়ই তারা টের পেয়েছে ; না হলে আজ কালের লোক একটা মুটে মজুরের জন্য এত করবে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়।"

"তবে কাজনি বোন, আমাদের তো বিপদের অভাব নাই।"

"তবেই তো বুঝে দেখ না।"

"সত্য কথা ; দেখ্ অমিয়, আমি না গেলে তাঁরা বোধ হয় এখান পর্য্যন্ত আসবেন।"

"তবে চল, এখান হতে চলে যাই; তাহলে আর আমাদিগকে খুঁজে পাবে না।"

"এই কথাই ভাল; তাহলে চল আমরা শীঘ্র এখান হতে চলে যাই।" যুক্তি স্থির হইল।

ত্রস্ত ভাবে নবদ্বীপপথে ব্যস্ত হয়ে,
সন্ন্যাসি-দর্শন আশে চলিলা উভয়ে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীকরালীচরণ হাজরা।

স্বদেশী আন্দোলনের শুভ ফল।

গত ১৩১২ সালের আশ্বিন হইতে ১৩১৩ সালের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই অল্প সময়ের মধ্যে এক বঙ্গ প্রদেশে কতদূর সুফল ফলিয়াছে, সহযোগী কোন কোন পত্র হইতে সংগ্রহ করিয়া নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল:—

(১) বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল (শ্রীরামপুর), মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। (২) বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট বা বঙ্গীয় শিল্প-বিদ্যালয়, মূলধন অজ্ঞাত। (৩) জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয়, মূলধন ১০ লক্ষ টাকা। (৪) স্বর্ণ ইণ্ডাষ্ট্রীজ কোং লিমিটেড, ইণ্ডষ্ট্রিয়াল ও সায়েন্টিফিক এসোসিয়েশন অর্থাৎ শিল্প বিজ্ঞান চর্চ্চা সমিতি, মূলধন ২ লক্ষ টাকা। (৫) ত্রিপুরা কোম্পানী লিমিটেড, মূলধন ১৫ লক্ষ টাকা। (৬) ইণ্ডিয়ান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোম্পানী লিমিটেড অর্থাৎ ভারতীয় বস্ত্রবয়ন কোম্পানি, মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। (৭) দেশী ক্লথ বা বস্ত্র কোম্পানি লিমিটেড, মূলধন ৬ লক্ষ টাকা। (৮) ভারতহিতৈষী স্পিনিং এণ্ড উইভিং মিলস্ লিমিটেড, মূলধন এক কোটি টাকা। (৯) কলিকাতা উইভিংকোং লিমিটেড, মূলধন ৩০ হাজার টাকা। (১০) গোয়াবাগান স্পিনিং এণ্ড উইভিং কোং লিমিটেড, মূলধন ৫০ হাজার টাকা। (১১) কলিকাতা পটারি ওয়ার্কস অর্থাৎ মৃৎপাত্র নির্ম্মাণালয় লিমিটেড, ২ লক্ষ টাকা। (১২) ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ফ্যাক্টরী বা দিয়াশিলাই কারখানা, মূলধন ১ লক্ষ টাকা। (১৩) ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী বা সাবানের কারখানা, মূলধন ৩০ হাজার টাকা। (১৪) লোটাস সোপ ফ্যাক্টরী, মূলধন অজ্ঞাত। (১৬) বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরী, মূলধন অজ্ঞাত। (১৭) বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফারম্যাসিউটিকালি ওয়ার্কস বা ঔষধালয়, (নূতন) মূলধন ২ লক্ষ টাকা। (১৮) বেঙ্গল ষ্টীম নেভিগেশন কোং লিমিটেড (নূতন ষ্টীমার), মূলধন অজ্ঞাত। (১৯) জানকী-নাথ রায় ব্রাদার্স পূর্ব্ববঙ্গীয় ষ্টীমার সার্ভিস—মূলধন ৪ চারি লক্ষ টাকা। (২০) গ্লোব সিগারেট কোম্পানী,—মূলধন অজ্ঞাত। (২১) বেঙ্গল পেন্সিল ফ্যাক্টরী, মূলধন অজ্ঞাত। (২২) তারপুর

সুগার ওয়ার্কস বা চিনির কল—মূলধন অজ্ঞাত।

শুধু বঙ্গদেশেই এতগুলি বড় বড় কারখানা ও সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত নিব, টীণ ট্রাঙ্ক, চিরুণী, গন্ধদ্রব্য, আচার, হস্তিদন্তের দ্রব্যাদি ও জমাট দুগ্ধাদির ও ক্ষুদ্রক্ষুদ্র অনেক কারবার ও কল কারখানার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে ও হইতেছে।

তদ্ব্যতীত পঞ্জাব, বোম্বাই, মান্দ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে যে সকল কল কারখানা সংস্থাপিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা ও অ.শাপ্রদ।

ভাগবত উপাখ্যনা।

উদ্ধবসংবাদ—চতুর্বিংশ গুরু।

উদ্ধব ভক্তিপিপাসু হইয়া শ্রীকৃষ্ণ:ক জিজ্ঞাসা করিলেন "হে যোগাত্মন্, হে স্বপ্রকাশ সত্যস্বরূপ নারায়ণ! মূঢ়মতি আমি, আপনার মায়াবিরচিত পুত্র পৌত্রাদি সহিত এই দেহে অহং মম অভিমানে আসক্ত যে আমি, আমাকে পরিত্যাগ করিবেন না, আমি আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। আপনি ভিন্ন আত্মোপদেশবক্তা আর দ্বিতীয় কাহাকেও দেখিতেছি না। দেহী মাত্রেই পরমার্থ ছাড়িয়া বিষয়েতে অৰ্থবুদ্ধিবিশিষ্ট, আপনার মায়াতে বিমোহিত রহিয়াছে। অদেহী ও আপনি আত্মরূপে প্রকাশিত না হইলে কেবা আপনার কথা বলিবে, কেবা তাহা শুনিবে? অতএব আমি যাহাতে পরম তত্ত্ব অবগত হইতে পারি, আমাকে সেইরূপ উপদেশ দিউন।" ভগবান্ কহিলেন, "ইহলোকে বিচক্ষণ মনুষ্যসকল আত্মাদ্বারা বিষয়বাসনাসক্ত আত্মাকে উদ্ধার করিয়া থাকেন। আত্মাই এ বিষয়ে একমাত্র উপদেষ্টা ও গুরু। প্রথ মত অনুমান পরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা আত্মাই আত্ম-কল্যাণ লাভ করেন। পুরুষ শরীরযুক্ত লোকে প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়গ্র ৎণ.রূপ, হেতু ও লিঙ্গদ্বারা অনুমানে ইন্দ্রিয়েরা.অগোচর যে আমি, আমাকে প্রার্থনা করে। তখন আর আমি তাহাদিগের নিকট অপ্রকাশিত থাকি না। এতদ্বিষয়ে মহাতেজস্বী যদু ও অবধূত-সংবাদ তোমাকে কহিতেছি।

একদা ধর্ম্মবিদ্ যদু ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক তরুণ সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণকে নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্তমনে এক বৃক্ষমূলে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রাহ্মণ! প্রায় সকল লোকেই আয়ু, যশ ও সম্পত্তি কামনায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম লাভের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আপনি সুপণ্ডিত ও কর্ম্মদক্ষ হইয়াও এরূপ শান্ত ও আপনাতে আপনি পরিতুষ্ট কিরূপে হই কেন? ব্রা{ণ} কহিলেন, হে রাজন্!

আমি আমার ২৪ জন গুরুর নিকট হইতে এই ভাব সংগ্রহ করিয়াছি। ১ পৃথিবী, ২ বায়ু, ৩ আকাশ, ৪ জল, ৫ অগ্নি, ৬ সূর্য্য, ৭ চন্দ্র, ৮ কপোত, ৯ অজগর, ১০ সিন্ধু, ১১ পতঙ্গ, ১২ মধুকর, ১৩ হস্তী, ১৪ ভ্রমর, ১৫ হরিণ, ১৬ মৎস্য, ১৭ পিঙ্গলা, ১৮ কুরুর পক্ষী, ১৯ বালক, ২০ কুমারী, ২১ শর-নির্ম্মাতা, ২২ সর্প, ২৩ উর্ণনাভ, ২৪ কুমারিকা কীট (কুমরে পোকা)।

হে নাহুষনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ যদু! ইহাদিগের মধ্যে আমি যাহার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, বলিতেছি, শ্রবণ কর।

১ম শিক্ষা পৃথিবীর নিকট। ধীর ব্যক্তি দৈববশীভূত ভূতকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলেও জানিয়া শুনিয়া কখনও আশ্রিত সন্মার্গ হইতে বিচলিত হইবে না। পৃথিবী হইতে এই অচল ব্রত রূপ ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি। সাধু ব্যক্তি পরোপকারার্থ চেষ্টা ও পরার্থে নির্জ্জনবাস পৃথিবীর অংশবিশেষ পর্ব্বত ও বৃক্ষের নিকট শিক্ষা করিবেন। পর্ব্বতের ন্যায় অচল অটল ভাবে সকল ঝঞ্ঝাবাত বহন করিবেন এবং বৃক্ষের ন্যায় ছেদনকারীকেও ফল ও ছায়া দানে বিরত হইবেন না।

২য় শিক্ষা বায়ুর নিকট। বায়ু দুই প্রকার ঃ—প্রাণবায়ু এবং বাহ্য বায়ু। দেহস্থিত প্রাণ, অপান ইত্যাদির সমষ্টি এখানে প্রাণবায়ুরূপে উল্লিখিত হইতেছে। এই প্রাণ বায়ু যেমন ইন্দ্রিয়বিষয়কে অপেক্ষা না করিয়া আহার মাত্রে জীবিত থাকে, তদ্রূপ মুনি ইন্দ্রিয়প্রিয় বিষয় পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল প্রাণবৃত্তিতে সন্তুষ্ট থাকিবেন; যাহাতে জ্ঞাননাশ এবং মন বুদ্ধি বিকৃত হয়, এমন আহার পরিত্যাগ করিবেন। আর যোগী ব্যক্তি সংসার-ধর্ম্মে প্রবিষ্ট থাকিয়াও বায়ুর ন্যায় তাহাতে অনাসক্ত হইবেন। বায়ুর ন্যায় নির্লিপ্তভাবে সকল কর্ম্মই সম্পন্ন করিবেন।

৩য় আকাশের নিকট শিক্ষা যথা—মুনি ব্যক্তি অন্বয় সহকারে সর্ব্বব্যাপিরূপে ব্রহ্মাত্মভাব দ্বারা স্থাবর জঙ্গমের অভ্যন্তরস্থ আকাশের ন্যায় ব্যাপক আত্মার অসঙ্গত্ব অব্যবচ্ছেদত্ব ভাবনা করিবেন, এবং আকাশ যেমন বায়ু দ্বারা বিচলিত ও মেঘাদি পদার্থের সহিত সংস্পৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি কালসৃষ্ট গুণবিশেষের সহিত সংস্পৃষ্ট হইবেন না।

৪র্থ—জলের নিকট শিক্ষা। জল যেমন স্বচ্ছ, স্বভাবতঃ স্নিগ্ধ, মধুর ও শুচিকর, ধীর ব্যক্তিও তত্তুল্য হইয়া ভগবদ্‌যশ শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন দ্বারা জগৎ পবিত্র করিবেন।

৫ম—অগ্নির নিকট শিক্ষা। যুক্তাত্মা ব্যক্তি তেজস্বী ও তপস্যায় প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় সর্ব্বভোক্তা হইয়াও পাপ-মলে লিপ্ত হইবেন না। অগ্নি যেমন কাষ্ঠাদি দাহ্য পদার্থের মধ্যে তত্তৎস্বরূপে প্রবেশ করে, সেইরূপ প্রভু পরমেশ্বর সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত জগতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট আছেন, আর অগ্নি যেমন কখন

প্রচ্ছন্ন কখন প্রকাশিত হইয়া দহ্যমান পদার্থ সকলকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ মুনি ব্যক্তি বাসনা ও কামনা সকল ভস্ম করিবেন।

৬ষ্ঠ সূর্য্যের নিকট শিক্ষা—সূর্য্য যেমন কিরণদ্বারা জল আকর্ষণ করতঃ পুনর্ব্বার যথাকালে তাহা প্রত্যর্পণপূর্ব্বক ধরাকে স্নিগ্ধা ও শস্যশালিনী করেন, সেই রূপ যোগিব্যক্তি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করতঃ যথাকালে অর্থিগণকে তাহা প্রদান করেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। আর যেমন একমাত্র সূর্য্য জলপাত্ররূপ উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রূপ উপহিত আত্মাকে স্থূলবুদ্ধি লোকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ভাবনা করে।

৭ম চন্দ্রের নিকট শিক্ষা—চন্দ্র যেমন প্রখর সূর্য্যকর গ্রহণপূর্ব্বক তাহাতে জোৎস্নারূপে ওষধি বনস্পতি ও চকোরের পুষ্টি তুষ্টি সাধন করেন, সেই রূপ সাধুগণ ঈশ্বর হইতে প্রেমলাভ করিয়া তদ্বারা পাপী তাপীর সন্তাপ দূর করেন।

৮ম কপোতের নিকট শিক্ষা—কোন স্থানে কাহারও সহিত অতিশয় প্রীতি অথবা লালনাদিনিবন্ধন আসক্তিবন্ধনে বদ্ধ হইবে না, তাহা হইলে কপোত কপোতীর ন্যায় সশাবক ব্যাধের জালে পড়িয়া হা হতোস্মি করিতে হইবে। মুক্তিসাধনের দ্বারস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি গৃহাশ্রমে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তাহাকে শাস্ত্রে আরূঢ়চ্যুত বলে।

৯ম অজগরের নিকট শিক্ষা—প্রাণীদিগের ইন্দ্রিয়জনিত সুখ দুঃখ সমান। ইন্দ্রিয়রাজ্যে যেমন সুখও আছে, তেমনি দুঃখও আছে, অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি সুখ ইচ্ছা করিবেন না, দুঃখেও উদ্বিগ্ন হইবেন না, যথাগত দ্রব্যদ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন।

১০ম সমুদ্রের নিকট শিক্ষা—বাহিরে উৎফুল্ল ও অন্তরে গম্ভীরভাব ধারণ করিবে। সমুদ্র যেমন বর্ষাকালে প্রবৃদ্ধ এবং গ্রীষ্ম কালে শুষ্ক হয় না, নারায়ণপর যোগী সেই রূপ সমৃদ্ধকাম বা হীনকাম হইলেও সমৃদ্ধ বা হীন হইবেন না।

১১ পতঙ্গের নিকট শিক্ষা—স্ত্রীমূর্ত্তিতে ও ধনৈশ্বর্য্যের চাকচিক্যে উপভোগ বুদ্ধিতে মুগ্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ পতঙ্গের অনলপতনের ন্যায় বিনষ্ট হইবে না।

১২ মধুকর ও ভ্রমরের নিকট শিক্ষা—ভ্রমর বা মধুকর যেমন নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ করে, কুশল ব্যক্তি সেইরূপ সকল শাস্ত্র হইতে সত্য গ্রহণ করিবেন, আর গৃহী ব্যক্তি মধুমক্ষিকার নিকট এই শিক্ষা পান যে দান ও সদ্ব্যয়ের জন্যই অর্থ, কৃপণের ন্যায় সঞ্চয়ের জন্য নহে।

১৩ হস্তীর নিকট এই শিক্ষা করিয়াছি যে ভিক্ষুব্যক্তি কাষ্ঠনির্ম্মিত যুবতীকেও পদদ্বারা স্পর্শ করিবেন না, তাহা হইলে করিণীর অঙ্গ স্পর্শে গজের যে দুর্দ্দশা হয়, তাহাই ঘটিবে।

১৪ ভ্রমর—ভ্রমর ততক্ষণই গুন্ গুন্ রব করে, যতক্ষণ না মধুর আস্বাদন করে। সেইরূপ যতক্ষণ না ভগবানের নাম রসে প্রাণ ভোরপুর হয়, ততক্ষণ তাঁহার নাম গান করিবে।

১৫ হরিণ—হরিণের নিকট শিক্ষা এই যে ভগবদ্গীত ভিন্ন গ্রাম্য গীত শ্রবণ করিবে না, তাহা হইলে ব্যাধের গীত শ্রবণে বধ্য হরিণের দশা প্রাপ্ত হইবে।

১৬ মৎস্যের নিকট শিক্ষা এই যে রসনাকে সংযত করিবে, তাহা না হইলে মৎস্যের ন্যায় বড়শিবিদ্ধ হইবে।

১৭ পিঙ্গলানাম্নী বেশ্যার নিকট শিক্ষা এই যে সংসারে সুখের আশাই দুঃখের কারণ। সংসারে যে নিরাশ হইয়াছে, সেই সুখের সন্ধান পাইয়াছে। পিঙ্গলা বেশ্যা ইন্দ্রিয়ভোগ বিলাস ও কান্তবিষয়ক আশা পরিত্যাগ করিয়াই সুখে নিদ্রিত এবং ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া সুস্থ হইয়াছিল।

১৮ কুরর পক্ষীর নিকট শিক্ষা এই—যে মনুষ্যদিগের যে যে বস্তু অতিশয় প্রিয়, তাহার প্রতি একান্ত আসক্তিই দুঃখের কারণ।

১৯। বালকের নিকট শিক্ষা এই যে মান-অপমান-জ্ঞানশূন্য হইয়া নিশ্চিন্তমনে পরমানন্দ সম্ভোগ কর। অজ্ঞ ও উদ্যম-রহিত বালক এবং অজ্ঞানাতীত ভগবদ্‌ভক্ত সাধুপুরুষ উভয়েই চিন্তারহিত এবং সদানন্দ।

২০—কুমারীর নিকট শিক্ষা এই—সাধুব্যক্তি নিঃসঙ্গ ও কুমারীর কঙ্কণের ন্যায় একাকীই থাকিবেন। এ বিষয়ে আখ্যায়িকা এই, কোনও কুমারী অভ্যাগত অতিথিদিগের ভোজনের জন্য উদূখল ও মুষল দ্বারা ধান্য অবঘাত করিতে গিয়া পাছে অতিথিগণ তাহার হাতের শঙ্খ-বলয় ও কঙ্কণ ধ্বনি শুনিতে পান, এই আশঙ্কায় এক হাতে একগাছি মাত্র কঙ্কণ রাখিয়া আর সব অলঙ্কার উন্মুক্ত করিয়াছিল।

২১—শর-নির্ম্মাতার নিকট শিক্ষা এই—ইষুনির্ম্মাতা ইষুর ঋজুকরণে তদ্গতচিত্ত হইয়া স্বীয় পার্শ্বে বাদ্যভাণ্ড সহ গমনশীল রাজাকেও উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেইরূপ যোগী ব্যক্তি বাহ্য বিষয় হইতে মনকে সম্বরণপূর্ব্বক ঈশ্বরেই সমাধান করিবেন।

২২—সর্পের নিকট শিক্ষা এই—মুনি ব্যক্তি সর্পের ন্যায় নির্জ্জনবাসী ও অলক্ষ্য হইবেন।

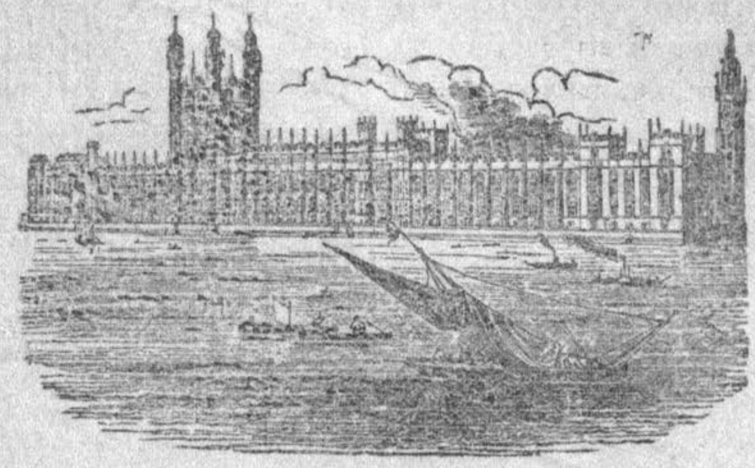
২৩ উর্ণনাভির নিকট শিক্ষা এই—উর্ণনাভি স্বীয় হৃদয় হইতে উর্ণা বিস্তৃত করিয়া যেমন তাহাতে বিচরণ করে এবং ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার তাহা সংগোপন করিতে পারে, পরমেশ্বর সেইরূপ এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় করেন।

২৪—কুমারিকা কীট যেমন অন্য বলবান্ কীটকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া ঐ বলবান্ কীটেরই স্বারূপ্য প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে এক হয়েন।

হে রাজন্! এইরূপে এই সকল গুরু হইতে আমি যাহা যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলিলাম, এক্ষণে স্বীয় গুরু এই শরীর হইতে যাহা শিক্ষা করিয়াছি তাহাও বলিব। বিরক্তি ও বিবেকের হেতু এই শরীরও আমার গুরু হয়েন।

(ক্রমশঃ)

পার্লেমেণ্ট ও পার্লেমেণ্ট-প্রাসাদ।



যে পার্লেমেণ্ট মহাসভা ব্রিটিব সাম্রাজ্যের এবং তৎসঙ্গে ভারতের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, লণ্ডন মহানগরে তাহার এক বৃহৎ অট্টালিকা আছে। উপরে তাহারই ছবি প্রকটিত হইল। পার্লেমেণ্ট মহাসভার অধিবেশন ও তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য সকল এখানেই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে।

চারিটি ক্ষমতা লইয়া পার্লেমেণ্ট গঠিত—(১) রাজা বা রাজ্ঞী, (২) ধর্ম্ম্য-কুলীন (Lords Spiritual), (৩) বৈষয়িক কুলীন (Lords Temporal) এবং (৪) সাধারণ লোক (commons).

রাজক্ষমতা সর্ব্বোপরি। দুইটী লর্ড শ্রেণী লইয়া যে লর্ডসভা গঠন, তাহা সম্পূর্ণ রাজারই সৃষ্টি। পার্লেমেণ্ট আহ্বান করা, তাহার অধিবেশনের স্থান ও সময় নিরূপণ করা, তাহা স্থগিত বা এককালে বন্ধ করা রাজার ইচ্ছাধীন। তদ্ভিন্ন কমন্স সভার সভ্য মনোনয়ন জন্য আদেশপত্র প্রচার করা তাঁহার ক্ষমতাধীন। বর্ত্তমান নিয়মানুসারে ৩ বৎসরের মধ্যে একবার পার্লেমেণ্ট আহ্বান করিতে হইবে। কি

জন্য সভা আহ্বান করিতেছেন, রাজা নিজমুখে বা রাজপ্রতিনিধি দ্বারা তাহা জ্ঞাপন করিয়া থাকেন।

লর্ড সভার বর্ত্তমান সভাসংখ্যা প্রায় ৫২০ জন। ইহাদের পদ বংশানুক্রমিক এবং ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গৌরব, ক্ষমতা ও কার্য্যক্ষেত্র আছে। ধর্ম্ম্য কুলীনদিগের সহিত মিলিত হইয়া ইঁহারা রাজার প্রধানতম মন্ত্রিসভা। পার্লেমেণ্ট অধিবেশনকালে লর্ড সভা প্রধানতম আদালত বলিয়া গণ্য।

লর্ড সভার সম্মতি ভিন্ন কোনও আইন বিধিবদ্ধ হইতে পারে না। কুলীনদিগের (Peers) বিচার, কর্ম্মচারীদিগের দোষের বিচার (Impeachment) এবং ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের আদালত ঘটিত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এইখানেই হইয়া থাকে।

কমন্স সভা (House of Commons) —সর্ব্বপ্রকার ট্যাক্স বা কর নির্দ্ধারণ এবং রাজা হইতে রাজ্যের নিম্নতম কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলের বৃত্তি বা বেতনাদি নির্দ্ধারণ, কমন্স সভার সভ্যদিগের মনোনয়ন এবং তাঁহাদিগের সভাস্থ হইবার অধিকার থাকা না থাকা ও ভোট দেওয়া প্রভৃতি বিষয় এই সভার ক্ষমতাধীন। ইহাদিগের সভাপতির নাম কথক (Speaker)। ইনি প্রতিনিধিস্বরূপ হইয়া সভার নির্দ্দেশানুসারে সভার কার্য্যনির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। আমেরিকা সাধারণতন্ত্রের একটী কেন্দ্রস্থানীয় গৃহ ওয়াসিংটন নগরে নির্ম্মাণার্থ বিখ্যাত দাতা কার্ণাজী ৭॥ লক্ষ ডলার অর্থাৎ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

২। রাজা এডওয়ার্ডের হাঁসপাতাল ফণ্ডে ১০ লক্ষ পাউণ্ড অর্থাৎ দেড় কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। ইহার বার্ষিক সভা মারলবরোতে হয়, যুবরাজ সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ বিদুষী হেমন্তকুমারী চৌধুরী মাসিক ১৫০৲ টাকা বেতনে পাতিয়ালা ভিক্টোরিয়া কলেজের লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইয়া যাইতেছেন।

৪। মহীশূর মহারাজের কলেজ হইতে এ বৎসরও দুইটী মহিলা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

৫। বাঙ্গলা 'প্রাণিতত্ত্ব' লেখক বাবু সাতকড়ী দত্তের মৃত্যুসংবাদে আমরা অতিশয় দুঃখিত হইলাম। ইনি উদারপ্রকৃতি, দেশহিতোৎসাহী ও সুলেখক ছিলেন।

৬। ভীষণ ভূমিকম্পে জেমেকার কিংষ্টন নগর ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। এই

সঙ্গে অগ্ন্যুৎপাতও হয়। সাত আট শত লোক মরিয়াছে, ৪০ হাজার লোক নিরাশ্রয়। দুর্দ্দশার সীমা নাই। দুঃস্থদিগের সাহায্যার্থ নানাস্থান হইতে প্রভূত দান আসিতেছে।

৭। রুষিয়ার দুর্ভিক্ষ। ভলগা নদীতীরস্থ দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের সাহায্যার্থ ৬০০০০০০ টাকার গম কিনিবার জন্য ১,৩০,০০০ টাকা গুর্থ নামক কর্ম্মচারীকে অগ্রিম দেওয়া হয়। তিনি গম কিনিয়া না দিয়া সে টাকা আত্মসাৎ করাতে হুলস্থূল পড়িয়াছে। রুসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে দুর্ভিক্ষে হাজার হাজার লোক মরিতেছে।

৮। কালিফর্ণিয়ার শ্বেতাঙ্গগণ এখনও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জাপানীদিগকে তাহাদের স্কুলে পড়িতে দিবে না। প্রেসিডেণ্ট রুষভেলট্ জাপানীদের সপক্ষ হইলেও তাহারা তাঁহাকে মানিতে চাহে না।

৯। কুমারখালির নিকট শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র পাল গত শ্রাবণ মাসে শরৎকুমারী নাম্নী বিধবার পাণিগ্রহণ করেন। গ্রামের কতকগুলি দুর্বৃত্ত লোক তাহাদিগকে উৎপীড়ন করে। কুষ্টিয়ার সব ডেপুটি বাবু আসামীদিগের প্রত্যেকের ৩০৲ টাকা অর্থদণ্ড সহ ৫ মাসের কারাবাসের আজ্ঞা দিয়াছেন।

১০। দিনাজপুরের জয়গুঞ্জি ও ঢাকার তেওটা গ্রামে ধর্ম্মগোলা স্থাপিত হইয়াছে। ইহাতে দুর্ভিক্ষপীড়িতদিগের জন্য শস্য সঞ্চিত থাকিবে। প্রত্যেক গ্রামে এইরূপ শুভানুষ্ঠান আবশ্যক।

১১। এবার বি, এল পরীক্ষায় মোট উত্তীর্ণের সংখ্যা ২৭১; তন্মধ্যে ৮ জন প্রথম বিভাগে এবং অবশিষ্ট ২৬৩ জন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১২। ডাক্তার থিব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন রেজিষ্ট্রার এবং ডাক্তার পি কে রায় ইন্‌স্পেক্টর মনোনীত হইয়াছেন। শেষোক্ত পদ সম্পূর্ণ নূতন। অনেক সাহেব থাকিতে একজন বাঙ্গালীর এ পদে মনোনয়ন শ্লাঘার বিষয়।

পুস্তকাদির সমালোচনা।

১। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা-তত্ত্ব— ডাক্তার ৺জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত ৩য় সংস্করণ, মূল্য ১৸০ আনা, উত্তম বাঁধান ২৲ টাকা। যে সকল সহৃদয় চিকিৎসক এ দেশে হোমিওপ্যাথী প্রচারে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জগদীশ বাবু একজন। তাঁহার চিকিৎসাতত্ত্বে সর্ব্বপ্রকার রোগের নিদান ও ঔষধ ব্যবস্থা আছে। ইহা অবলম্বন করিয়া এবং বাছা বাছা এক বাক্স ঔষধ লইয়া কি পুরুষ কি স্ত্রীলোক পারিবারিক চিকিৎসায় কৃতকার্য্য হইতে পারেন। এ

পুস্তকের বিস্তৃত প্রচলন দেখিলে আমরা সুখী হই।

গৃহ-চিকিৎসা—ডাক্তার জগদীশচন্দ্র লাহিড়ী প্রণীত, মূল্য দ৹ আনা। এই পুস্তকের পঞ্চম সংস্করণেুকতকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং ইহা বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সম্বন্ধে স্থূল স্থূল সমুদয় বিবরণই সংক্ষেপে দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে সাধারণ রোগ সকল এবং স্ত্রী-রোগ ও শিশুরোগ চিকিৎসার বিশেষ প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহে এই পুস্তক রাখা আবশ্যক।

৩। জ্ঞানদীপিকা—ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত, মূল্য ।৹ আনা। বর্ত্তমান শিক্ষা বিভাগের ৩য় ও ৪র্থ মানের উপযোগী করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত হইয়াছে। গদ্য পদ্য বিষয়গুলি এবং ব্যাকরণের সূত্রগুলি যথোপযুক্ত হইয়াছে। ইহা পাঠ্যমধ্যে গ্রহণীয়।

বামারচনা।

আমীর-আবাহন।

আফগান-অধীশ্বর এস হে আমীর!
ন্যায়বান, বিবেচক, বিজ্ঞ, মহাবীর।
প্রকৃতি-রঞ্জক, সুধার্ম্মিক গুণবান্,
সাহসিক, সুশিক্ষিত, জ্ঞানী যশস্বান্।
উদার পাঠানশ্রেষ্ঠ, ধন্য মহামতি!
সমভাবে স্নেহবান্ সর্ব্ব জাতি প্রতি।
তব কাছে ভেদ নাই হিন্দু মুসলমান,
শিখ, জৈন, বৌদ্ধ আর পার্শীক, খৃষ্টান।
দিল্লীবাসী ভ্রাতৃবৃন্দ-মুসলমানগণ
ঈদ পর্ব্বে তব মহা সম্মান কারণ
শতেক গোধন হত্যা করিবারে সবে
তোমার আদেশ ভিক্ষা করিলেন যবে;
তুমি সে প্রস্তাব দিলে রহিত করিয়া,
হিন্দুরা আঘাত প্রাণে পাইবে ভাবিয়া।
হিন্দু মসলেমে যারা বিবাদ বাধায়,
বিস্মিত আজিকে তারা তোমার কথায়।
দেখিয়া তোমার এই মহদাচরণ
শিখুক ভদ্রতা তারা তোমার মতন।
তোমারে অসভ্য যারা চিরকাল বলে,
বুঝুক অসভ্য কত তারাই সকলে।
স্বাধীন কাবুল-পতি ধন্য হে আমীর!
ঈশ্বর-প্রেরিত তুমি হবিবুল্লা ধীর।
হিন্দু-মসলেমে দ্বন্দ্ব ভঞ্জনের তরে
আসিয়াছ দেবদূত ভারত ভিতরে।
মিলাও এ দুই জাতে প্রীতি-অনুরাগে,
গঙ্গা-যমুনার সম একতা-প্রয়াগে।
তোমার গুণেতে মুগ্ধ আজি হিন্দুগণ
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা করিছে অর্পণ।
দীন হিন্দু কোথা পাবে যোগ্য রত্ন ধন?
লহ এ প্রাণের দান প্রীতি-নিদর্শন।
কলিকাতা নগরীতে এস হে মহান্!
করিতেছি মোরা সবে সাদর আহ্বান।

শ্রীমতী সুশীলা সুন্দরী মিত্র।
শোভাবাজার রাজবাটী।

Bamabodhini Patrika.

AIDS TO DEVOTION.

1. The carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God.

2. The Spirit Itself beareth witness with our spirit that we are the children of God.

3. Yes If children, we are heirs of God and co-heirs with the ancient *Rishis* of India as well as with Jesus, Buddha, Mahomed, Nanuk, Chaitanya and Kabir, and all sages of all times and climes.

4. All things work together for the good of those that love God and serve Him faithfully.

5. Life is full of trials and tribulations. The sages describe the path of religion as sharp as a razer's edge.

6. The sufferings of the present life are not however worthy to be compared with the glory which shall be revealed to the good hereafter.

7. The eye hath not seen, nor hath the ear heard, nor hath the mind ever dreamt of the happiness which God hath reserved in heaven for his worshippers.

8. What shall separate the faithful from the love of the Lord?

DIVINE PHASES OF WOMAN.

Mother—Thou art the Goddess, to whom alone I will be idolatrous, if idolatry has any meaning in it. Thou art more divine than human. Thou art an embodiment of self-sacrifice. Thou holdest Thy life at stake for Thy son's. I adore Thee, Mother Divine! I adore Thee, Mother Divinely Human, next to the Supreme Being.

House wife.—Thou art the Ministering Angel, to whom the ill-fed and ill-clad still look up. Thou givest them the meal. Thou art ever going to take and Thyself takest the nectar of Divine Love. Care for all and order in all things household, Thou keepest an eye upon. On the scrubbed floor, Thy management poureth bounty, which Thou directest Thy neat and tidy *protege* to stow away. I adore Thee Care Watchful! I adore Thee, Management Excellent.

Sister.—Thou art incomparable. Thou occupiest a position half way between a mother and a wife. Thou stringest the pearls of the tears of the one with the ever-bright silver thread of affection of the other. I adore Thy incarnation! I love Thee, motherly sister, elder or younger.

Wife.—Quite a stranger, quite a friend, the like of whom shall never be met with, part and parcel of the inseparable Self, Thou art wedded for eternity. The casting off of the mortal tenement of ours, shall not undo the bond of union. Thy spouse and Thou art like two different rivers, having two different sources and meeting for eternity. I adore Thee! I love Thee—Angel in human form!

Daughter—Thou art an embodiment of Hope and Love Celestial. Thou art too dear to be parted with, until Thou art committed to the hands of one, who shall do justice to Hope and Love, and until Thou consecratest Thyself to the service of Him, Who hath sent Thee hither for a sojourn.

Nakur Chandra Biswas.

The 77th *Maghotsava* was duly celebrated in the different Brahmo Samajes on the 11th Magh last and some preceding and following days.

The following *Gazette of India Extraordinary* was published Intelligence having been received of the death of Her Majesty—the Queen of Hanover, Dowager Duchess of Cumberland :—Court Mourning is ordered for two weeks from the 11th January 1907, half mourning commencing from the 18th January 1907. When attending at the Viceregal Court, Ladies will appear in black, and Officers in uniform will wear a crape band on the left arm.

Elephants and Piano Keys.—It is said that the tusks of no fewer than 10,000 elephants are used annually for piano-keys. This includes the piano-making industries all over the world.

Earthquake.—On or about the 7th November, a severe earthquake was experienced in Afghan Turkestan. The shock or shocks lasted for something like five minutes, and in Tashkurghan and Haibak about one-fifth of the houses collapsed. The loss of life is unfortunately said to be very heavy.

THE EXHIBITION—LADIES' DAY.

Wedenesday 2nd January was a Ladies' Day at the Industrial Exhibition. A reception was given by the Ladies' Committee, which was attended by Lady Minto, who wore a lovely gown of eau-de-nil taffeta with a becoming crinolene straw hat, trimmed with ostrich plumes and large pink rose. She was accompanied by Lady Violet Crawley and Lady Victoria Dawney. Lady Fraser, who was also present, was gowned in a maize colored silk, embroidered with a narrow green velvet guipure edging. In splendour and effectiveness the Indian ladies rivalled their European guests.

Her Highness the Maharani of Baroda looked extremely charming. Lady Minto and party were welcomed by their Highnesses the Maharanis of Cooch Behar, Mourbhunj and Kaltina, who were wearing some magnificent jewels. Tea was served, after which Her Excellency and party went through the ladies' section of the Fxhibition and then on to the theatre.

Some other days were also made special ladies' days.

The Amir of Cabul amid an enormous concourse of people numbering over 2 laks attended the Bakrid celebration in Delhi. We welcome His Majesty's arrival at Calcutta to-day the 28th January 1907.

THE KINGSTON EARTHQUAKE.

A message from Kingston, dated the 19th January, states that over seven hundred men have now been buried. American marines are busy blowing up with dynamite dangerous buildings. The inhabitants are most grateful to the United States for the assistance rendered. There are twenty thousand homeless destitude people.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 523. March, 1907

BAMABODHINI PATRICA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৪৪ বর্ষ। ৫২৩ সংখ্যা। | ফাল্গুন, ১৩১৩। মার্চ, ১৯০৭। | ৮ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজভ্রমণ—ইংলণ্ডেশ্বর ৭ম এডওয়ার্ড রাজ্ঞী আলেকজাণ্ড্রার সহিত ফ্রান্সের নানাস্থান ভ্রমণ ও ফরাসী প্রেসিডেণ্টের সহিত প্রীতিভোজন করিয়া তাঁহাকে ও ফরাসীদিগকে আপ্যায়িত করিয়াছেন।

আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট মাতা ভিক্টোরিয়ার সৌজন্য ও শান্তিপ্রিয়তা গুণ অধিকার করিয়া সকল রাজার সহিত সদ্ভাববন্ধন-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছেন। যে ফ্রান্সের মত ইংলণ্ডের চিরশত্রু কেহ ছিল না, তাহাকেও নিজগুণে বশীভূত করিয়াছেন।

পারস্যের নূতন রাজা—মহম্মদ আলি সা উদার-চিত্ত, সুশিক্ষিত ও প্রজা-রঞ্জন। পিতা রাজ্যকে নিয়মতন্ত্র করিবার যে সূচনা করিয়া গিয়াছেন, ইনি তাহারই পূর্ণতা সাধনে যত্নবান্ হইয়াছেন।

কাবুলের আমীর—ইহাঁর রাজ্যে হিন্দু মুসলমান প্রজার মধ্যে বিবাদ নাই। ইনি ভারতে আসিয়া অনেক মহত্ত্ব ও সদ্‌গুণের পরিচয় দিয়াছেন, তন্মধ্যে প্রধান—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে অসদ্ভাব নিবারণের চেষ্টা। দিল্লীর 'ইদ' পর্ব্বে গো-হত্যা নিষেধ করিয়া এক মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।

আমাদের রাজপুরুষেরা আমীরের দৃষ্টান্ত হইতে রাজগুণ শিক্ষা করুন, তাহাতে তাঁহাদেরও কল্যাণ এবং রাজ্যের কল্যাণ হইবে।

বিপদে শিক্ষা—রুষভল্লুক মাঞ্চুরিয়া রাজ্য অন্যায়পূর্ব্বক গ্রাস করিতে গিয়া কি মহাপাপের ফল ভোগ করিতেছেন! এখন ইহা পরিত্যাগ করিবার শুভ সঙ্কল্প দৃঢ় করিয়াছেন, সুখের বিষয়।

"সুখে থাকিতে ভূতে কিলোয়" রুসিয়া ইহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। পৃথিবীর প্রধানতম শক্তি হইয়া রুস যে ক্ষুদ্র জাপের দাপে এরূপ লাঞ্ছিত এবং অন্তর্বিদ্রোহ-বিষে এরূপ জর্জ্জরিত হইবে, কে ভাবিয়াছিল? অন্য রাজারা ইহা হইতে শিক্ষা লাভ করুন।

ইন্দুর হত্যা—গণেশের বাহন ইন্দুর প্লেগদেবতার বাহন বলিয়া ধরা পড়িয়াছে

এবং সর্পের মূষিক-বংশ উচ্ছেদের চেষ্টা হইতেছে। বোম্বাইবাসী হিন্দুগণের অনেকে গাণপত্য-ধর্ম্মাবলম্বী, এজন্য উভয়-সঙ্কটে পড়িয়াছে।

বক্তৃতা-বিভ্রাট—এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে সুপ্রসিদ্ধ গোখলে স্বদেশীর সপক্ষে বক্তৃতা করিতেছেন। বাগ্মিবর বিপিনচন্দ্র পাল এই সঙ্গে 'স্বদেশ ও স্বরাজ' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন।

আমাদের দেশহিতৈষীদিগের মধ্যে প্রধান দুই দল দেখা দিয়াছে। তন্মধ্যে প্রাচীন দল ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদের সাহায্যে দেশের উন্নতি সাধনের প্রয়াসী। নব্য দল বলিতেছেন তাহাতে ভারতের কল্যাণ হইবে না—ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া সকল অধিকার আপনাদের হস্তে লইয়া দেশের প্রকৃত উদ্ধার সাধন করিতে হইবে। উভয় পক্ষই দেশহিতৈষী, একটা মীমাংসায় কি আসিতে পারেন না?

বঙ্গব্যবস্থাপক সভা—রাজা বনবিহারী কপূর, মুর্শিদাবাদের নূতন নবাব বাহাদুর এবং রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এই সভার নূতন সভ্য হইতেছেন।

ব্রজমোহন পারিতোষিক—"আদর্শ-গৃহিণী" বিষয়ে রচনা আগামী ৩১এ জুলাইয়ের মধ্যে প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইতে হইবে। লিখিবার অধিকার কেবল মহিলাদের।

উদ্যান-উৎসব—লাহোরের সলিমার উদ্যানে দলীপ সিংহের পৌত্রী কুমারী সফিয়া ও বাম্বা পর্দ্দানসিন মহিলাদিগকে লইয়া এই উৎসব করিয়াছেন।

মিণ্টো ফিট—জাতীয় প্রদর্শনীর সঙ্গে সঙ্গে এই এক নূতন প্রদর্শনী আমাদের রাজপ্রতিনিধিপত্নীর উদ্যোগে হইয়াছে, তাহাতে অনেক টাকা উঠিয়াছে। আমীর একা প্রায় ১০ হাজার টাকার জিনিষ লইয়াছেন। সংগৃহীত অর্থ স্ত্রী-চিকিৎসা কার্য্যে ব্যয়িত হইবে।

মহতের মৃত্যু—গত ৬ই ফেব্রুয়ারি সুপণ্ডিত মহচ্চরিত্র বঙ্গের সুসন্তান বাবু কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ইঁহার সমাধিস্থলে বঙ্গের ছোটলাট, সার গুরুদাস, অনরেবল ভূপেন্দ্রনাথ বসু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং সর্ব্বশ্রেণীর প্রতিনিধি বহুসংখ্যক লোক উপস্থিত ছিলেন। ইঁহার বিয়োগে ভারত একটী সুযোগ্য সন্তান এবং আমরা একটী প্রধান অন্তরঙ্গ বন্ধু হারাইলাম। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার চিরশান্তি ও আনন্দ বিধান করুন্।

ভারতবাসিনীর পত্র।

প্রিয়সঙ্গিনী লু!—বঙ্গদেশে আসিয়া যখন যাহা দেখিতেছি, প্রায় সকলই তোমাকে লিখিতেছি, তথাপি কদাচিৎ কিছু বাকী থাকিতেছে; সে এই "হুজুগ,

সুফলা, মলয়জ-শীতলা," বঙ্গভূমির বাতাসের গুণে; এখানকার হাওয়া গায়ে লাগিলে কেমন একটা মধুর জড়তা আসে যে কলমের গোলামী করিতে একেবারেই ইচ্ছা থাকে না; কেবল স্বাধীনভাবে শয়ন—পরিণামে নিদ্রা। অতএব এই আধিদৈবিক কিম্বা আধিভৌতিক ঘটনার জন্য তোমরা আমাকে দয়া করিও, রাগটা মোটেই করিও না।

তুমি জান, এখানে আসিয়া হিন্দু, ব্রাহ্ম এবং খ্রীষ্টান, এই তিন সম্প্রদায়ের মহিলাগণের সহিত আমি যথোচিত আলাপ পরিচয় করিতে সুবিধা পাইয়াছি। তার পরে জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে কলিকাতা মহানগরীতে যে মহিলাসমিতি হইয়াছিল, তাহা দেখিয়াও কৃতার্থা হইয়াছি। সেই কথা আজ তোমাদের কাছে লিখিব।

আমি যাঁহার প্রসাদে তোমার কাছে বঙ্গভাষায় এই পত্রখানি লিখিতে সমর্থা হইতেছি, তাঁহারই স্নেহপূর্ণ অনুগ্রহে আমার মত নগণ্যা ব্যক্তিও বঙ্গদেশে মহিলাসমিতি দেখিতে সক্ষমা হইয়াছিল। বেথুন কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে এই সমিতির অধিবেশন হয়। সাড়ে দশটা বেলার সময়ে সমিতি আরম্ভ হইবার কথা; আমাদের পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইয়াছিল। যাহা হউক আমরা সেই কুসুম সজ্জিত সুন্দর ভবনে যেমনি উপস্থিত হইলাম, অমনি স্বেচ্ছাসেবিকা (Volunteer) বঙ্গবালাগণ-কর্তৃক সাদরে গৃহীতা হইয়া সভামণ্ডপে উপবেশন করিলাম। সভার দিকে চাহিয়া দেখি, সুবর্ণমণ্ডিত সিংহাসনে সুবর্ণময়ী প্রতিমা-তুল্যা ভগবতী রূপা সৌম্যমূর্ত্তি সভানেত্রীপদে বৃতা হইয়া বরদারাজ্যের মহারাণী বসিয়া আছেন। তাঁহার সেই আড়ম্বরশূন্য বেশভূষা এবং সরল স্নিগ্ধ হাসিপূর্ণ আনন দেখিয়া আমার হৃদয়ে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দতরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইল। তাঁহার দক্ষিণে মহীশূর, নাটোর, ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি রাজ্যের মহারাণী ও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ এবং বামে কোচবিহারের মহারাণী ও অন্যান্য শিক্ষিতা ও ধনাঢ্যা মহিলামণ্ডলী উপবিষ্টা আছেন। এই সকল মহারাণী ও কতিপয় সম্ভ্রান্ত মহিলার বেশ, ভূষা, পরিচ্ছদাদি সুন্দর, সুসংযত ও আড়ম্বর-শূন্য। তাঁহারা দেববালা-তুল্যা, পবিত্রতার: প্রতিকৃতি।

তার পরে, যে দিকেই চাহি, শ্রেণীবদ্ধ কাষ্ঠাসনে মহিলাশ্রেণী উপবিষ্টা আছেন দেখিলাম। সম্মুখে দক্ষিণে, বামে, পশ্চাতে—কেবলই মহিলা। তখন আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত মনে মনে অনুভব করিতে লাগিলাম যেন সত্যসত্যই নরশূন্য এক নারীরাজ্যে প্রবিষ্টা হইয়াছি! মেঘনাদবধ কাব্যের কয়েক ছত্র কবিতা পুনঃ পুনঃ আমার মনে পড়িতে লাগিল; সেই কবিতাগুলি এইরূপ,—

"যথা যবে পরন্তপ পার্থ মহারথী
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিল
নারীদেশে, দেবদত্ত শঙ্খনাদে রথি

রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতুকে।
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধ্বনি;
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,
উলঙ্গিয়া অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝকঝক ঝকি
কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা উজলিল পুরী!

(মেঘনাদ বধ—২য় সর্গ)

এখানে যেসে রকম রণরঙ্গিণী বীরাঙ্গনার কোনও চিহ্ন দেখি নাই, অথবা সে রকম কোনও অলৌকিক কাণ্ড দেখিবার প্রত্যাশা করি নাই, এ কথা বলাই বাহুল্য। তবে ভবিতব্যের গর্ব্ভে কি আছে—স্ত্রীজাতিশূন্য পুরুষ রাজ্য এবং নরশূন্য নারীরাজ্য কেহ কখনও প্রার্থনা করিবে কিনা, তাহা জনি না।

সমিতিতে কেবল বঙ্গমহিলা নহে, তৈলঙ্গ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহিলাগণ নিজ নিজ মাতৃভাষায় বক্তব্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্গকন্যাগণ কেহ বাঙ্গলা কেহ ইংরাজী ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন।

সমিতির আলোচ্য বিষয় প্রধানতঃ ত্রিবিধ:—১ম গার্হস্থ্য, ২য় সামাজিক, ৩য় শিক্ষাবিষয়ক। গৃহের শৃঙ্খলা ও পারিপাট্য, আদর্শ গৃহস্থ, দাম্পত্য সম্বন্ধের আদর্শ, সন্তানের জন্ম হইতে বিবাহ পর্য্যন্ত শিক্ষা ও পালন রীতি; মাসিক একশত টাকা আয়ে চারিটী সন্তান লইয়া পাঁচ টাকা মাসিক সঞ্চয় করিয়া কিরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় ইত্যাদি গার্হস্থ্য। সমাজের ও প্রতিবেশীর প্রতি কর্ত্তব্য, সৌজন্য, সামাজিকতা ও শিষ্টাচারের আদর্শ, নারীর অবরোধ প্রথা ইত্যাদি সামাজিক। নারীর কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক, ইহাই শিক্ষা বিষয়ক আলোচ্য প্রসঙ্গ। আলোচনা-স্থল হইতে আমরা অনেকটা দূরে ছিলাম, সেইজন্য অনেক ভগিনীর মৃদুকণ্ঠনিঃসৃত বাক্যাবলী শ্রুতিগোচর হয় নাই, আর ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া কত বাগ্মিনীর কথা বুঝিতেও পারি নাই। তথাপি যাহা কিছু বুঝিলাম, তাহাতে আমার এই বিশ্বাস হইয়াছে যে বিদ্যা, বুদ্ধি ও জ্ঞানে ভারতবাসিনীগণ, বিদেশীয় সভ্য মহিলাদিগের হইতে কোনও অংশে ন্যূন নহেন। এই সভাতে শ্রীমতী লক্ষ্মী নাম্নী সম্ভ্রান্ত হিন্দী ভাষায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার বাক্যের উদ্দীপনা, ভাষার মধুরতা ও ভাবের চতুরতা, বোধ হয় অনেক পুরুষেরও প্রার্থনীয়। আর একটী শিশুবালা তাহার বয়স ছয় কি সাত বৎসর, সে তাহার পুতুল খোকাকে কোলে লইয়া মধুর কণ্ঠে "সোণার বাংলা" কবিতা আবৃত্তি করিয়া সকলকার হৃদয় মুগ্ধ ও দ্রব করিয়াছিল। মাঝে মাঝে মধুর সঙ্গীত হইতেছিল। সর্ব্বশেষে কোচবিহারের মহারাণীকর্ত্তৃক অভ্যর্থিতা হইয়া, সভানেত্রী সুন্দর কুসুমস্তবক গ্রহণ করিলে সমিতি ভঙ্গ হয়। মহিলাগণ প্রায় সকলেই মিষ্টান্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই মহিলা-সমিতি দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। প্রধানতঃ দুইটী কারণে ইহা বড় শুভকর—বড় আনন্দজনক বলিয়া আমার ধারণা হইয়াছে। প্রথমতঃ ভারতবর্ষের এই সকল মহারাণী, রাণী এবং ধনাঢ্যা মহিলাগণ যথোচিত বিদ্যা বুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া স্বজাতীয়া ভগিনীগণের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্তা হইয়াছেন; ইহাঁদের সুশিক্ষা যে ভারতবাসিনীগণের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত হইতেছে; বাঙ্গালি, মান্দ্রাজি, তেলেগু, গুজরাটী, উড়িয়া প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের রমনীগণ ভগ্নীভাবে মিলিতা হইয়া পরস্পরের মঙ্গলকামনা করিতেছেন, ইহা দেশের প্রভূত কল্যাণস্বরূপ। দ্বিতীয়তঃ বঙ্গবাসিনীগণ চল্লিশ কিম্বা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে অনেকেই অশিক্ষিতা, কুসংস্কারাপন্না, এবং গৃহকর্ম্ম ব্যতীত প্রায় সকল বিষয়েই অযোগ্যা ছিলেন *। তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ সভা সমিতি করিয়া জ্ঞান ও কর্ত্তব্য আলোচনা এক অভাবনীয় ব্যাপার। বিধাতা ভারতকন্যাগণের সহায় হউন, বঙ্গবাসিনীগণ প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে সমর্থা হউন, ইহাই আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

* রাণী ভবানী, রাণী রাসমণি, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মহারাণী শরৎসুন্দরী, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতা, স্যর গুরুদাসবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতা প্রভৃতি মনস্বিনী মহিলাগণ এ কথার লক্ষ্য নহেন। সাধারণ বঙ্গমহিলাগণের কথাই বলিতেছি। লেখিকা।

এখন প্রিয়সখী লু—! তুমি জান এই মর জগতের কোনও বিষয়ে সুখের পূর্ণতা লাভ করা দুরূহ। সেইজন্য এই সমিতি হইতে যেমন বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি, তেমনি দুইটি কারণে কিছু ব্যথিতাও হইয়াছি। সেই দুইটী কারণ এই প্রকাশ্য পত্রে উল্লেখ করিয়া আমি নিন্দুকের আসন গ্রহণ করিতেছি, তাই বলিয়া তুমি যেন "নাক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ং" ইত্যাদি শাস্ত্রীয় উপদেশে আমাকে অধিকতর দোষী করিও না। প্রথম কথা এই যে সমিতি দেখিতে যে সকল বঙ্গমহিলা আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশ ব্রাহ্ম পরিবারস্থা, সুতরাং অপেক্ষাকৃত সুশিক্ষিতা ও উন্নতচেতসী হইবারই সম্ভাবনা। আমি মনে করিতাম জ্ঞান ও ধর্ম্ম যাঁহাদের জীবনের অলঙ্কার—যাঁহাদের চিত্ত এতটা পরিমার্জ্জিত, তাঁহারা সকল তুচ্ছ বিষয়ে বুঝি আকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্যা। হায়! এই বিশ্বাস যদি আমি চিরদিন রাখিতে পারিতাম, তাহা হইলে আমার প্রাণে কতই পরিতৃপ্তি থাকিত—কিন্তু বলিব কি প্রিয় ভগিনি! এখানে কাব্য কুসুমাঞ্জলির সেই—

নূতন কথা, দেখলেম হেথা
গঙ্গাতীরে মেয়ে,
সাজাগোজা, ভূতের বোঝা,
বেড়ান শুধুই বয়ে।

* * *

সিঁথির পাশে, পেথম ভাসে
হয়ে ময়ূরহারা,

গাউন বডি, লাখ কি কোটি,
দ্রৌপদী-বাস-পরা !"

অনেক বঙ্গ মহিলা যেমন করিয়া কেশ-বিন্যাস করিয়াছেন, যেমন করিয়া রঙ্ ফলাইয়াছেন, যেমন করিয়া পরিচ্ছদের পারিপাট্য করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি বিস্মিতা হইলাম। সৌন্দর্য্য স্পৃহা চরিতার্থ করা ভিন্ন তাঁহাদের মনে যে অন্য কোনও উচ্চতর উদ্দেশ্য থাকে, তাহাত সহজে অনুমিত হয় না! এই-খানে বলা আবশ্যক সত্য সত্যই নিরা-ভরণা, বল্কলধারিণী, তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে আমি এই মহিলা-সমিতি মধ্যে খুঁজিতেছিলাম না। আমি ভদ্র মহিলাদিগের ভদ্রোচিত বেশ ভূষাই অনুমোদন করি, কিন্তু তথাপি এই সকল বঙ্গবাসিনী নিজ নিজ দেহখানিকে সুন্দরতর করিবার জন্য যে রকম বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, বিশেষতঃ যে রকম কৃত্রিম উপায় অবলম্বনে তাহা সাধন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি লজ্জায় মরিয়া গেলম। আমরা অকপটে বলিতেছি, যাঁহারা এখনও শরীরের সৌন্দর্য্য লইয়া এতদূর ব্যতিব্যস্তা, অন্যান্য কারণ দূরে থাকুক—প্রধানতঃ এই কারণে "অবরোধ-প্রথা" তাঁহাদের পরম মঙ্গল-করী। শিক্ষিতা বঙ্গীয় ভগিনীদিগের মধ্যে অনেকে অবরোধ-প্রথা অনুমোদন করেন না, কিন্তু বঙ্গদেশের অবস্থা, উপ-যোগিতা প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া ইহা উঠাইবার জন্য যেন কোনও প্রথিতযশা সুশিক্ষিতা মহিলা পীড়াপীড় না করেন, আমি ইহা প্রার্থনা করি।

আর এক কথা, এই "বন্দে মাতরং" স্রোতে প্লাবিত, বিদেশিদ্রব্যবর্জ্জনে বদ্ধকক্ষ, জাতীয়তারক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—এই বঙ্গ-দেশে মহিলা-সমিতির অনেক মহিলাকেই ইংরাজী ভাবাপন্না দেখিলাম। ইহাঁদের অনেকের বেশ ভূষা ইংরাজী ধরণের; সখী বা আত্মীয়াদিগের সহিত—বাঙ্গালির মেয়ে বাঙ্গালির মেয়ের সহিত—যে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, তাহাও ইংরাজী ভাষায়। শুনিলাম গৃহধর্ম্ম—সন্তানপালন প্রভৃতি—ইহাঁরা ইংরাজী ধরণে নির্ব্বাহ করেন *। স্ত্রীজাতির উচ্চশিক্ষা অনু-মোদন করিতে গিয়া যে বাঙ্গালি পুরুষেরা মেয়েদিগকে মেম সাহেব করিয়া গড়িতে-ছেন ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। আর যে সকল স্বদেশ-বৎসল বঙ্গপুরুষ "বাঙ্গলার ধান, বাঙ্গলার পান, বাঙ্গলার ভাষা, বাঙ্গলার আশা, বাঙ্গলার অন্ন, বাঙ্গলার বস্ত্র" ইত্যাদি ইত্যাদি রক্ষা ও পূর্ণ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাঁহাদেরই রুচি ও শিক্ষার জন্য যে তাঁহাদেরই মাতা, ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যা—তাঁহাদেরই গৃহলক্ষ্মী, সমাজলক্ষ্মী

* এই সব কারণে বাঙ্গালির বাবু-হওয়া ঘটে, ইহা সকলেই বুঝিতে পারেন। এই জন্য সম্ভবতঃ মাসিক ১০০ টাকা আয়ে ৫টি সন্তান লইয়া মাসিক ৫০ টাকা সঞ্চয় করিয়া কিরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয়, এ ঘোর সমস্যা উঠিয়াছে, কিন্তু কোনও বঙ্গবাসিনীকে ইহার সদুত্তর দিতে শুনিলাম না। (প্রঃ লেঃ)

ও স্বদেশলক্ষ্মীগণ, নিজেদের অস্থি চর্ম্ম, শিরা, ধমনী, মেদ মজ্জায় পর্য্যন্ত ইংরাজিত্ব অনুভব করিতেছেন—এ বিষয় প্রতীকারের কি কোনও উপায় চিন্তা করিতেছেন? অতএব "নারীর কিরূপ শিক্ষা আবশ্যক" আজিকার দিনে এই কথা কেবল স্ত্রী-জাতির নহে, পুরুষদিগেরও চিন্তনীয়।

প্রিয়সঙ্গিনি! আমার পত্রের এই শেষাংশ পড়িয়া, নিজেদের নিন্দাবাদ শুনিয়া, বঙ্গ মহিলাগণ আমার কপালে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহাতো আমি বুঝিতেছি। তাই বলিয়া যেন তুমিও—হে আমার হৃদয়াধিষ্ঠাত্রী দেবি! হে আমার অন্তস্তলদর্শিনি! তুমি আমাকে বিলাসি সিক্ত ওজনের মুখ ঝামটা দিওনা—ইহাই আমার প্রার্থনা।

আজ তবে আসি।

তোমারই শ্রী * * *

প্রাতঃকৃত্য।

(৫২০ সংখ্যা—২৫০ পৃষ্ঠার পর)

দেদীপ্যতে চন্দ্রিকেব প্রোজ্জ্বলৎসিন্ধুবীচিষু।
যস্মিন্ জন্মভূমি প্রীতির্মহাত্মানং নমামি তম্॥ ১॥

উচ্ছলিত সমুদ্রের তরঙ্গে যেমন
মিশিয়া মিশিয়া জ্বলে চন্দ্রের কিরণ,
তেমনি স্বদেশ-প্রেম যাঁহার আত্মায়
জ্বলিতেছে, নমি আমি সেই মহাত্মায়। ১।

বিশ্বপ্রেমরসেনাত্মা দেহঃ প্রেমাশ্রুধারয়া।
যস্যাভিষিচ্যতে নিত্যং নরদেবং নমামি তম্। ২।

বিশ্বপ্রেমসুধাময় রসে নিরন্তর
অভিষিক্ত হইতেছে যাহার অন্তর;
তিতিছে যাহার দেহ প্রেমাশ্রু ধারায়,
নমস্কার করি সেই নরদেবতায়। ২।

যোহি দণ্ডভয়ং ত্যক্ত্বা তৃণবদ্দেশমঙ্গলে।
স্থিতো গিরিরিবাকম্প্যো বন্দে তং নরসত্তমম্। ৩।

দণ্ডভয় তৃণতুল্য করিয়া গণন,
অচল অটল গিরিরাজের মতন,
দেশের কল্যাণ-পথে যে জন দাঁড়ায়,
নমি আমি সেই মহাপুরুষের পায়। ৩।

যো জাতিধর্ম্মাদিবিভেদশূন্যঃ
স্বদেশজান্ বেত্তি নিজান্ কুটুম্বান্।
স্বদেশকীটেষ্বপি যস্য মমত্বং
বন্দে গুরুং তং নররূপদেবম্ ॥ ৪ ॥

জাতি-ধর্ম্ম ভাষা বর্ণ করে না বিচার,
স্বদেশীমাত্রই যার নিজ পরিবার;
দেশের কীটেও যার অতুল মমতা,
আমার নমস্য গুরু সে নরদেবতা। ৪।

দৃঢ়ব্রতো জীবনদস্থিদানে
দধীচিবদ্দেশহিতায় যশ্চ।
সংস্মৃত্য যচ্চরণারবিন্দং
ন তেন মুক্তা জগতোঽপি তস্য ॥ ৫ ॥

দধীচির পুণ্য কথা স্মরি যেই নর (১)

(১) দানবগণের অত্যাচার হইতে লোকরক্ষার জন্য দধীচি মুনি মৃত্যুকে তৃণজ্ঞান করিয়া নিজ দেহাস্থি দান করিয়াছিলেন। লোকহিতে ত্যক্ত-প্রাণ সেই পুণ্যশ্লোকের অস্থিই বজ্রে পরিণত হইয়া দানবসংহার করিল।

দেশহিতে অস্থি দিতে না হয় কাতর ;
ভীষ্মসম কভু যা'র প্রতিজ্ঞা না টলে,
সহস্র প্রণাম তার চরণ-কমলে। ৫।

প্রত্যক্ষদেবীং নিজজন্মভূমিং
হৃদাসনে প্রাণময়ীং নিধায়।
আত্মা বলিদেন কৃতস্তদঙ্ঘ্রৌ
গৃহ্ণামি তৎপাদরজাংসি মূর্দ্ধ্নি ॥ ৬ ॥

প্রত্যক্ষ দেবতা জন্মভূমিই জীবন,
হৃদি-সিংহাসনে তাঁরে করিয়া স্থাপন,
তাঁরি পদতলে যেই দেয় আত্মবলি,
তার পদধূলি আমি শিরে লই তুলি। ৬।

অদ্বৈতং যদ্ব্রতমহরহো মঙ্গলং মাতৃভূমেঃ
যেষামেকা নিজজননভূধর্মকামার্থমোক্ষাঃ।
যেষামস্রং স্খলতি বদনাদশ্রুধারাভিষিক্তং
ধ্যাত্বা দুঃখং স্বজননভূবস্তান্ নমস্যান্ নমামি। ৭।

মাতৃভূমি-সুমঙ্গল যাদের কামনা,
ধ্যানে জ্ঞানে মনে প্রাণে অদ্বৈত সাধনা,
একমাত্র নিজ মাতৃভূমির কুশল
যাহাদের ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ ফল,
যাহাদের স্বদেশের দুর্গতি-চিন্তায়
ভেসে যায় অন্নপান অশ্রুর ধারায়,
নমস্য উপাস্য তারা দেব-অবতার,
তাদের চরণে আমি নমি বার বার। ৭।

বীর্য্যোঃ স্তনৈঃ প্রথয়তি সমং জীবিতং যা সুতস্য
প্রাণয়ষ্টিঃ রচয়তি শিশোর্জন্মভূমিমন্ত্রৈঃ।
দীনাশাং তাং স্বচরিতবিভাপাবিতাশেষদেশাং
বন্দে দেবীং পতিতশরণং ব্রহ্মকারুণ্যমূর্ত্তিং ॥ ৮।

স্তনদুগ্ধধারা-সহ পুত্রের জীবন—
সুসাহসে বীররসে যে করে পোষণ ;
"দেশহিতে আত্মবলি"—মহামন্ত্র দিয়া
শিশুর জীবন-গ্রন্থি যে দেয় বাঁধিয়া ;
স্বদেশ পবিত্র যার চরিত্র-প্রভায়,
মূর্ত্তিমতী ব্রহ্মকৃপা যে নারী ধরায় ;
বিপন্ন জাতির আশা, পতিতের গতি,
সে দেবীর পদে মোর সহস্র প্রণতি। ৮।

স্বর্গং মোক্ষং গণয়তি তৃণং দেশসেবাব্রতে যা
হৃদ্যগ্নিবৎ জ্বলতি চপলেবোদ্যমো যঃ স্বদেশে।
দেশার্থে যঃ গলগলদসৃক্ ছিন্নমস্তেব দত্তে
গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধরণিপতিতস্তৎপদং পূজয়ামি ॥ ৯ ॥

স্বদেশের সেবা-ব্রতে সঁপিয়া জীবন,
স্বর্গ মোক্ষ তৃণতুল্য যে করে গণন,
'স্বদেশ'—নামেই যার শিরায় শিরায়—
উৎসাহ জ্বলিয়া উঠে বিদ্যুতের প্রায় ;
ছিন্নমস্তা সম নিজে কাটি নিজ শির,
স্বদেশ-কল্যাণ-তরে যে দেয় রুধির ;
সে দেবীর পাদপদ্ম, গন্ধপুষ্প দিয়া
পূজি আমি ধরাতলে লুণ্ঠিত হইয়া। ৯।

ওঁ জন্মভূম্যৈ নমোনমঃ।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

মানিনী।

(গত প্রকাশিতের শেষ)

পরদিন নাট্যশালার দ্বার উদ্ঘাটিত হইলে পর যথাসময়ে বৃহন্নলা আসিয়া বাদ্যযন্ত্রে নানা রাগিণী আলাপ করিতে লাগিলেন। সময় উত্তীর্ণ হইতে চলিল,